CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-342 ■ 11 September, 2026 ■ আগরতলা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ২৪ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মা হারালেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস, শেষ দেখাও হলো না

ঢাকা, ১০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস) ।। জেলবন্দি বাংলাদেশের বিশিষ্ট হিন্দু নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মা সন্ধ্যা রানি ধর বৃহস্পতিবার প্রয়াত হয়েছেন। জীবনের শেষ সময়ে ছেলেকে একবার চোখের দেখা দেখার ইচ্ছা থাকলেও সেই ইচ্ছা পূরণ হলো না। অসুস্থ মাকে দেখতে চিন্ময়ের পরিবারের পক্ষ থেকে প্যারোলের আবেদন করা হলেও বাংলাদেশি প্রশাসন তা মঞ্জুর করেনি বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে।

৭১ বছর বয়সি সন্ধ্যা রানি ধর বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার শ্রী শ্রী পুণ্ডরীক ধাম আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মঙ্গলবার তিনি নিজেই ওই আশ্রমে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ছেলে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস এই আশ্রমে বসবাস করতেন।

অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তাঁকে চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসকেরা তাঁর শরীরে ক্যানসার শনাক্ত করেন। তবে হাসপাতালে থাকতে চাননি সন্ধ্যা রানি। জীবনের শেষ দিনগুলি ছেলের আশ্রমেই কাটাতে চেয়েছিলেন তিনি বলে বাংলাদেশের বাংলা সংবাদপত্র কালবেলা জানিয়েছে।

মায়ের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে চিন্ময়ের ভাই অঞ্জন কুমার ধর কান্নাজড়িত কণ্ঠে কালবেলাকে বলেন, "আমার মা চলে গেছেন। আমার ভাই জীবিত অবস্থায় মাকে দেখতেও পারল না।"

অন্য ভাই রঞ্জন কুমার ধর জানান, মায়ের দেহ নিয়ে তাঁরা হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাচ্ছেন। সেখান থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি নিয়ে চিন্ময়ের প্যারোলে মুক্তির আবেদন করা হবে। হাটহাজারীর পুণ্ডরীক ধামেই তাঁদের মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাবাকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা পুত্রের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ সেপ্টেম্বর ।। বাবাকে দা দিয়ে মুখ ও মাথায় আঘাত করে হত্যার মামলায় এক যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ার জেলা ও দায়রা আদালত চন্দ্র কুমার ত্রিপুরা (৩০)-কে দোষী সাব্যস্ত করে এই সাজা ঘোষণা করে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, দোষী সাব্যস্ত চন্দ্র কুমার ত্রিপুরা বৈখোড়া থানার অন্তর্গত সাতভাইয়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম যিশু ত্রিপুরা।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত প্রায় ৮টা নাগাদ একটি দোকানের বারান্দায় চন্দ্র কুমার ত্রিপুরা তাঁর বাবা মনোরঞ্জন ত্রিপুরার মুখ ও মাথায় দা দিয়ে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মনোরঞ্জন ত্রিপুরাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। অভিযোগ, ঘটনার পর অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর বৈখোড়া থানায় মামলা দায়ের হয়। তদন্ত শেষে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ ভোটে শান্তি-শৃঙ্খলায় অগ্রাধিকার

বিজেপি-মথার অতিরিক্ত মনোনয়ন প্রত্যাহার যৌথ প্রচারে জোর: রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ও তিপরা মথার মধ্যে নির্বাচনী কৌশল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। আসন সমঝোতা, প্রার্থী সমন্বয় এবং অতিরিক্ত আসনে জমা দেওয়া মনোনয়ন প্রত্যাহারসহ একাধিক বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। জোটের শরিকরা যাতে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী না দেয় এবং ভোট বিভাজন এড়ানো যায়, সেই লক্ষ্যেই মূলত এই সমন্বয় বৈঠক বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিজেপির পক্ষে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী তথা দলের শীর্ষ নেতা রতন লাল নাথ এবং মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে তিপরা মথার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দলের বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা এবং টিটিএএডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) রুনিয়েল দেববর্মা।

বৈঠক শেষে রতন লাল নাথ জানান, আগের এডিসি নির্বাচনের ফলাফলকে ভিত্তি করেই দুই দলের মধ্যে আসন সমঝোতার সূত্র তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, সময়ের অভাবে এবার তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তবে দুই দলের নেতাকর্মীরা নির্বাচনের লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

রতন লাল নাথের কথায়, আসলে সময়ের অভাবে আমরা তৃণমূল স্তরে পৌঁছাতে পারিনি। তবে সবাই বুঝতে পেরেছেন আমরা কী চাইছি। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা শান্তি চাই এবং সেটাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

রাজ্যের উন্নয়ন আরও দ্রুত করতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যে ইতিমধ্যেই যে উন্নয়ন হয়েছে, শান্তি বজায় থাকলে আগামী দিনে আরও দ্রুত গতিতে উন্নয়ন সম্ভব হবে। সেই কারণেই আসন সমঝোতার ভিত্তিতে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, কিছু আসনে তিপরা মথার প্রার্থীরা পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কেন, সেই প্রশ্নের জবাবে রতন লাল নাথ বলেন, বিজেপি ও তিপ্রা মথা বর্তমানে রাজ্য সরকারের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ই-রিক্সার ধাক্কায় স্বামীর বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত অন্তঃসত্ত্বা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। ই-রিক্সা ধাক্কায় স্বামীর বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হলেন এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী আগরতলা শহরের ড্রপগেট পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে।

জানা গেছে, স্বামীর বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন ওই অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। সেই সময় ড্রপগেট পুলিশ লাইন সংলগ্ন এলাকায় একটি টমটম তাদের বাইকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হন ওই মহিলা। দুর্ঘটনায় তাঁর স্বামীও আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর আহতদের সাহায্য না করে টমটম চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত মহিলা ও তাঁর স্বামীকে উদ্ধার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরির চেষ্টা ও হামলার অভিযোগ আমতলীতে আটক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। আমতলী থানার অন্তর্গত আদর্শপাড়া এলাকায় চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, চুরি করতে গিয়ে গৃহস্বামীর উপর হামলা চালায় এক ব্যক্তি। ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭১ বছর বয়সি প্রাক্তন পুলিশকর্মী পরিমল দত্ত।

জানা গেছে, আদর্শপাড়ায় পরিমল দত্তের বাড়িতে চুরির চেষ্টা করে অভিযুক্ত সাগর দেবনাথ। সেই সময় বিষয়টি টের পেয়ে গেলে গৃহস্বামীর সঙ্গে অভিযুক্তের ধস্তাধস্তি হয় বলে অভিযোগ। একপর্যায়ে পরিমল দত্তের উপর হামলা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার কোথায় ?' প্রশ্ন মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ গড়ে ওঠার পেছনে বামফ্রন্ট সরকারের ধারাবাহিক আন্দোলন ও লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে দাবি করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআইএম নেতা মানিক সরকার। বৃহস্পতিবার ধর্মনগরে ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ১১তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই দাবি করেন।

ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ১১তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ধর্মনগরের কালীদিঘির পাড়ে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সিআইটিইউ ধর্মনগর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানিক সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক জিয়াউল হক, প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত, বিধায়ক শৈলেন্দ্র নাথ, বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব।

জনসভার আগে বামপন্থী কর্মী-সমর্থকদের অংশগ্রহণে ধর্মনগর শহরে একটি বিশাল মিছিল বের করা হয়। শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে মিছিলটি কালীদিঘির পাড়ে পৌঁছায়। এরপর সেখানেই প্রকাশ্য সমাবেশ শুরু হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার বলেন, ত্রিপুরার উপজাতি এলাকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের ধারাবাহিক লড়াইয়ের ভূমিকা রয়েছে। তাঁর দাবি, স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য বামফ্রন্ট ছাড়া অন্য কোনও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হুমকি-ভয় দেখিয়ে বামেদের নির্বাচন থেকে সরানো যাবে না

হুকার জিতেন্দ্র'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বিরোধীদের প্রার্থী দিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা বিজেপি ও তিপরা মথা করলেও মানুষ সেই প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার রূপাইছড়ি এডিসি ভিলেজ পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, সকাল থেকেই তিনি বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করছেন। সর্বত্র সিপিআই(এম) প্রার্থী, কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করছেন তিনি।

তিনি বলেন, আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। প্রার্থীরা নিজেদের দৈনন্দিন কাজকর্ম সরিয়ে রেখে নির্বাচনী প্রচার ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করছেন।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর দাবি, বিজেপি ও তিপ্রা মথা 'ক্লিন সুইপ' করার চেষ্টা করলেও বাস্তবে বহু সংখ্যক সিপিআই(এম) প্রার্থী নির্বাচনী লড়াইয়ে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মহিলা ও যুব প্রার্থীদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। তাঁর দাবি, বৈধ নথিপত্র-সহ দাখিল করা সিপিআই(এম)-এর প্রায় ৯৯ শতাংশ মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনির পর গ্রহণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারই ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন।

বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হলেও নিচুতলায় দুই দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সমস্যা রয়েছে বলেও দাবি করেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক। তাঁর কথায়, দুই দলের সমর্থকরাই একে অপরকে মেনে নিতে পারছেন না।" রূপাইছড়ি ব্লকের বহু ওয়ার্ডে বিজেপি ও তিপ্রা মথার প্রার্থীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিন বিরোধী প্রার্থীদের ভয় দেখানো ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগও তোলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর দাবি, কয়েকজন প্রার্থীকে নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যৌতুকের দাবিতে নির্যাতনের অভিযোগ প্রশাসনের দ্বারস্থ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ সেপ্টেম্বর ।। শারীরিক নির্যাতন, যৌতুকের জন্য চাপ এবং হুমকির অভিযোগ তুলে ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন এক গৃহবধূ। বৃহস্পতিবার শান্তিরবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিজের অভিযোগের কথা তুলে ধরেন তিনি।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শান্তিরবাজার মহকুমার পুরাতন হাসপাতাল রোড এলাকার চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা রাজু দাসের সঙ্গে প্রায় সাত বছর আগে ওই গৃহবধূর বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের প্রায় দেড় মাস পর থেকেই যৌতুকের দাবিতে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা তার উপর নির্যাতন শুরু করেন। গৃহবধূর অভিযোগ, নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ফ্রিজ, স্বর্ণালঙ্কারসহ বিভিন্ন সামগ্রী যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয়। তবে এরপরও নির্যাতন বন্ধ হয়নি বলে দাবি তার। এমনকি তার স্বামী অন্য এক মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একসময় বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া স্বর্ণালঙ্কার, নিজের এবং ছেলের প্রয়োজনীয় কিছু নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন বলে জানান ওই গৃহবধূ। তবে বাড়ি ছেড়ে আসার পর তার বিরুদ্ধে স্বামীর বাড়ির বিভিন্ন সামগ্রী ও স্বর্ণালঙ্কার চুরির অভিযোগ করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। গৃহবধূর বক্তব্য, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া স্বর্ণালঙ্কার নিয়েই তিনি স্বামীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন বলে জানান।

এছাড়াও, স্বামী রাজু দাস ফোনের মাধ্যমে তাকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন গৃহবধূ।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই অটোচালকের ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানী আগরতলার বর্ডার গোলচক্কর সংলগ্ন শ্রী দুর্গাপাড়া এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এলাকার বাসিন্দা তথা পেশায় অটোচালক প্রদীপ দাসের একটি ঘর। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুর আনুমানিক ১টা নাগাদ প্রদীপ দাস ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ভাত খেয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ তাঁরা বিকট শব্দ শুনতে পান। সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়ে আগুন জ্বলতে দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি নজরে আসার পর দ্রুত দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। তবে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে জানান বাড়ির মালিক। আগুনের লেলিহান শিখায় গোটা ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘরে থাকা বিভিন্ন সরঞ্জাম ও সামগ্রীও আগুনে নষ্ট হয়েছে। বাড়ির গৃহকর্তা প্রদীপ দাসের দাবি, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

দমকলকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনায় আশপাশের বাড়িগুলিতে আগুন ছড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা পায়। সময়মতো দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে না পৌঁছলে আরও বড় ধরনের বিপত্তি ঘটতে পারত বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রী দুর্গাপাড়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

তিন মাস ধরে পানীয় জলের সংকট তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। পানীয় জলের চরম সংকটের অভিযোগ তুলে পাম্প হাউসে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদে সামিল হলেন মহিলারা। আজ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় যুবরানগর ব্লকের অন্তর্গত রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়।

জানা গিয়েছে, রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত জল জীবন মিশনের পাম্প থেকে গত প্রায় তিন মাস ধরে পানীয় জল পাচ্ছেন না ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পাম্পের একটি প্রধান সংযোগ লাইন সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার লিখিত ও মৌখিকভাবে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি।

এরপর পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করায় বৃহস্পতিবার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিক্ষুব্ধ মহিলারা পাম্প হাউসের সামনে জড়ো হন। সেখানে তাঁরা পাম্প হাউসে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানান। আন্দোলনকারী মহিলাদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেআইনি পার্কিং অভিযানে মিলল চুরি যাওয়া দুই যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। আগরতলা শহরে বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হল চুরি যাওয়া একটি পালসার বাইক ও একটি স্কুটি। বৃহস্পতিবার আগরতলা ট্রাফিক ভবনে যানবাহন দুটি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে, গত বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি করবুকের বাসিন্দা বিজয়রাম রিয়াং তাঁর পালসার বাইক চুরি যাওয়ার অভিযোগ করবুক থানায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অন্যদিকে, আগরতলার বাসিন্দা নারায়ণ আচার্য গত বছরের ২৫ জুলাই তাঁর স্কুটি চুরি যাওয়ার অভিযোগ থানায় দায়ের করেন।

এরপর আগরতলা শহরে বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান চলাকালীন অন্যান্য যানবাহনের সঙ্গে ওই পালসার বাইক ও স্কুটিটিও বেআইনি পার্কিংয়ের অভিযোগে বাজেয়াপ্ত করা হয়। যানবাহনগুলির মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর ট্রাফিক পুলিশ জানতে পারে, ওই দুটি গাড়িই আসলে দীর্ঘদিন আগে চুরি হয়ে গিয়েছিল এবং এ নিয়ে থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল।

সমস্ত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পর বৃহস্পতিবার আগরতলা ট্রাফিক ভবনে ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি বিজয় দাস চুরি যাওয়া পালসার বাইক ও স্কুটিটি তাঁদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেন। দীর্ঘদিন পর নিজেদের হারিয়ে যাওয়া যানবাহন ফিরে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তি প্রকাশ করেন মালিকরা।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 11-09-2026, 00:56

জাগরণ
আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
২৪ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

চিকিৎসা খরচ সমান হোক

দেশের সর্বত্র চিকিৎসা খরচ সমান ও সাশ্রয়ী হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ স্বাস্থ্যসেবা কোনো বিলাসিতা নয়, এটি মানুষের মৌলিক অধিকার। সরকারি ও বেসরকারি সব হাসপাতালে ডাক্তারদের ফি, বেড ভাড়া এবং অস্ত্রোপচারের খরচ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বাধিয়া দেওয়া উচিত।রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে, এমআরআই বা সিটি স্ক্যানের মতো ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার খরচ সব ল্যাবে সমান করা প্রয়োজন। জীবনরক্ষাকারী ওষুধের দাম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, যেন দেশের যেকোনো প্রান্তে ওষুধ একই দামে পাওয়া যায়।ডাক্তারদের বাণিজ্যিক ব্র্যান্ডের বদলে ওষুধের মূল রাসায়নিক বা জেনেরিক নাম লিখিতে বাধ্য করা উচিত, যাহাতে রোগীরা সস্তায় ওষুধ কিনিতে পারেন। ভারতের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিশ্চিত করিতে হইবে। এতে দূর-দূরান্ত থেকে রোগীদের অতিরিক্ত খরচ করিয়া বড় শহরে ছুটিতে হইবে না। একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল গঠন করা দরকার, যাহা বেসরকারি হাসপাতালগুলোর অতিরিক্ত বিল করিবার মানসিকতা প্রতিরোধ করিবে। স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বরাদ্দ বাড়িয়ে জিডিপির অন্তত ৫ এবং সঠিক নীতিমালা প্রয়োগ করিয়া দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমান খরচে মানসম্মত চিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব।

দেশের সরকার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অঙ্গীকারের অঙ্গ হিসেবে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রতিবছর বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। সরকারি হাসপাতাল গুলিতে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে সরকার। কোন মানুষের যাতে চিকিৎসা পরিষেবার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় সেজন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। এর অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন বীমা প্রকল্প চালু করা হইয়াছে। আয়ুষ্মান প্রকল্পে জনগণকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাতে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করা হইয়াছে। এই প্রকল্পের সুবিধা ভোগিরা বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। ত্রিপুরা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্ধারিত কিছু হাসপাতালে এই সুযোগ গ্রহণ করা যাইবে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইহা একটি বড় পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। জনগণ যেকোনো জনকল্যাণকামী সরকারের কাছে এই ধরনের পরিষেবা প্রত্যাশা করিতে পারেন। সরকারও সাধ্যমত পরিষেবা প্রদানের জন্য এসব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এত প্রশ্ন দেখা দিয়াছে কোন হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করিতে হইলে কি পরিমান টাকা খরচ করিতে হইবে তাহার সুনির্দিষ্ট কোন তালিকা নাই। দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল বিভিন্ন ক্ষেত্রে মর্জি মাফিক ফ্রি নির্ধারণ করিয়া থাকে। ফলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। বিশেষ করিয়া আয়ুষ্মান প্রকল্পে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা তৈরি হইয়াছে। বিষয়টি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নজরেও আসিয়াছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং দেশের সর্বত্র হাসপাতাল গুলিতে একেই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ আদালত একটি নির্দেশিকা জারি করিয়াছে। এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে কোন রাজ্যে যেকোনো হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করিলে রোগী ও তার পরিবার যাহাতে একই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পরিষেবা গ্রহণ করিতে পারেন তাহা কেন্দ্রীয় সরকার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরকে নিশ্চিত করিতে হইবে। এজন্য নির্ধারিত সময়সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের এই ধরনের পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। সর্বোচ্চ আদালত এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করায় দেশের প্রতিটি রাজ্যে প্রতিটি হাসপাতালে একেই রোগের চিকিৎসা একই রকম অর্থাৎ সমপরিমাণ রক্তের বিনিময়ে পরিবার সুযোগ সম্প্রসারিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে সুপ্রিমকোর্টের এই নির্দেশের ফলে গোটা দেশে নগদহীন স্বাস্থ্যবিমার পথ সুগম হইল। কেন্দ্রেকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ভবিষ্যতে দেশের সব হাসপাতালে চিকিৎসা খরচ সমান করিতে হইবে বলিয়া জানাইয়াছে আদালত। গুরুত্বের সঙ্গে আগামী ছয় সপ্তাহ অর্থাৎ দেড় মাসের মধ্যে এই নির্দেশিকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলিয়াছে শীর্ষ আদালত।বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসা খরচ আলাদা। এর ফলে নগদহীন স্বাস্থ্যবিমা পরিষেবা চালু করা কঠিন হইতেছে। এই বিষয়েই একটি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা জনস্বার্থ মামলা করিয়াছিল সুপ্রিম কোর্টে। শুনানি চলাকালীন দুই সদস্যের বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সচিবকে নির্দেশ দিয়াছি, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলিয়া একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আনিবে কেন্দ্র।

বৃষ্টিতে বেহাল চম্পকনগরের রাস্তা, যানজটে আটকে কয়েকশো গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর চম্পকনগর এলাকায় বৃষ্টির জেরে ফের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়লেন সাধারণ মানুষ ও যানবাহন চালকরা। বৃষ্টির জল জমে রাস্তা কার্যত চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। রাস্তার দু'পাশে কয়েকশো গাড়ি আটকে পড়ে। এর মধ্যে পণ্যবাহী লরি ছাড়াও অফিসযাত্রী ও সাধারণ যাত্রীদের বহু যানবাহন রয়েছে।

জানা গেছে, আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ককে চার লেনে উন্নীত করার কাজ দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, কখনও কাজ শুরু হলেও আবার বিভিন্ন সময় রহস্যজনকভাবে কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন রাস্তার কাজ দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যে রয়েছে, অন্যদিকে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার বিভিন্ন অংশে জল জমে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে।

আজ চম্পকনগর এলাকায় বৃষ্টির জলে রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে যানজটে আটকে থাকতে হয় বহু গাড়িকে। পণ্যবাহী লরি থেকে শুরু করে সাধারণ যাত্রী ও অফিসযাত্রীদেরও চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা ও যানবাহন চালকদের অভিযোগ, জাতীয় সড়কের চার লেনের কাজ দ্রুত শেষ না হলে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। তাঁদের দাবি, রাস্তার নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করার পাশাপাশি কাজ চলাকালীন সময়ে যানবাহন চলাচলের জন্য বিকল্প ও নিরাপদ ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও যানবাহন চালকরা।

সঙরংমা পূজা: রিয়াং উৎসব

প্রিয়াঙ্কা সাহা

ত্রিপুরার পাহাড়, অরণ্য ও সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি। তাঁদের লোকবিশ্বাস, ধর্মীয় আচার, উৎসব ও সামাজিক প্রথার মধ্যে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং মানুষের সঙ্গে পরিবেশের নিবিড় সম্পর্কের প্রতিফলন দেখা যায়। এই ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হল রিয়াং বা ব্রু জনগোষ্ঠীর সঙরংমা পূজা। এটি শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়; রিয়াং সমাজের কাছে এই পূজা তাঁদের প্রকৃতিনির্ভর জীবনদর্শন, সামাজিক সংহতি এবং স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক।

রিয়াং জনগোষ্ঠী ত্রিপুরার অন্যতম উল্লেখযোগ্য আদিবাসী সম্প্রদায়। তাঁদের নিজস্ব ভাষা, পোশাক, নৃত্য, সংগীত, লোককথা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই ঐতিহ্যের মধ্যে সঙরংমা পূজার বিশেষ স্থান রয়েছে। রিয়াংদের ঐতিহ্যগত ধর্মবিশ্বাস মূলত প্রকৃতি ও বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাঁদের বিশ্বাসে পৃথিবী, জল, বন, পাহাড়, কৃষি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে মানুষের জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সেই বৃহত্তর বিশ্বাসজগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেবী হলেন সঙরং মা।

সঙরংমা কে? রিয়াংদের ঐতিহ্যগত বিশ্বাসে সঙরং মাকে পৃথিবী বা ধরিত্রীশক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত এক গুরুত্বপূর্ণ দেবী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনেক গবেষণামূলক বর্ণনায় তাঁকে Mother Earth বা পৃথিবীমাতার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রিয়াংদের জীবনযাত্রা ঐতিহাসিকভাবে কৃষি, বন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় পৃথিবী ও প্রকৃতির প্রতি তাঁদের ধর্মীয় শ্রদ্ধা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মানুষের জীবিকা, খাদ্য, কৃষি, পশুপালন এবং সামাজিক অস্তিত্বের ভিত্তি যে মাটি ও প্রকৃতি-সঙরংমার ধারণার মধ্যে সেই উপলব্ধিই প্রতিফলিত হয়। তাই তাঁর আরাধনা এক অর্থে পৃথিবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও একটি সাংস্কৃতিক রূপ।

রিয়াং সমাজে বিশ্বাস করা হয়, সঙরংমার আশীর্বাদে পরিবার ও সমাজে সমৃদ্ধি, কল্যাণ এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষত ঐতিহ্যগত সমাজব্যবস্থায় গ্রামের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে এই দেবীর পূজার সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, সঙরংমা পূজা ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গেও যুক্ত ছিল।

প্রকৃতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক

রিয়াংদের ধর্মীয় বিশ্বদর্শনকে বুঝতে হলে তাঁদের প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাত্রাকে বুঝতে হবে। আধুনিক অর্থে সংগঠিত ধর্মের ধারণার তুলনায় তাঁদের ঐতিহ্যগত বিশ্বাস অনেক বেশি প্রকৃতি ও স্থানীয় পরিবেশকেন্দ্রিক। পাহাড়, নদী, বন, মাটি, ধান ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীর যোগ রয়েছে। রিয়াংদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় বিশ্বাসে বিভিন্ন দেবতা ও শক্তিকে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। জল ও নদীর সঙ্গে সম্পর্কিত দেবী, ধানের সঙ্গে সম্পর্কিত দেবী, পাহাড় ও বনের সঙ্গে যুক্ত শক্তির পাশাপাশি সঙরংমা পৃথিবী ও প্রকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ মাতৃশক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন। এই বিশ্বাসের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ধারণা রয়েছে-মানুষ প্রকৃতির মালিক নয়; বরং প্রকৃতিরই একটি অংশ। প্রকৃতিকে অবহেলা করলে মানুষের জীবনও বিপন্ন হয়। ফলে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সম্মান জানানো হয়।

আজকের পরিবেশ-সচেতনতার যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন, বন ধ্বংস, মাটির অবক্ষয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারের সময়ে রিয়াংদের ঐতিহ্যগত প্রকৃতিনির্ভর দর্শন নতুন করে আলোচনার দাবি রাখে।

কৃষিজীবন ও সঙরংমা পূজা

রিয়াং জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত জীবনযাত্রায় কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত জুম চাষের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘ ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবন বৃষ্টি, মাটি, বন এবং ঋতুচক্রের ওপর নির্ভরশীল। একটি ভালো ফসলের জন্য যেমন প্রয়োজন উর্বর মাটি, তেমনই প্রয়োজন সময়মতো বৃষ্টি এবং অনুকূল পরিবেশ। ফলে কৃষিজীবনের প্রতিটি স্তরই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। সঙরংমার পূজার মধ্যে তাই পৃথিবী ও প্রকৃতির কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক।

রিয়াংদের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে ধান ও অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত পৃথক দেবদেবীর ধারণাও রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে কৃষিজীবন কতটা নিবিড়ভাবে যুক্ত। সঙরংমা পূজা সেই বৃহত্তর প্রকৃতি-কেন্দ্রিক ধর্মীয় ব্যবস্থারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পূজার সময় ও ঐতিহ্য

রিয়াং সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সূত্রে সঙরংমা পূজার বার্ষিক আয়োজনের সঙ্গে বাংলা ভাদ্র মাসের অমাবস্যা তিথির সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাধারণত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই তিথি পড়ে। তিথি অনুযায়ী পূজার নির্দিষ্ট তারিখ প্রতিবছর পরিবর্তিত হয়। পূজার দিন রিয়াং সমাজের মানুষ ঐতিহ্যবাহী নিয়ম মেনে দেবীর আরাধনা করেন। ধর্মীয় আচার পরিচালনার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত পুরোহিত বা ধর্মীয় ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রিয়াংদের ধর্মীয় পরিভাষায় এমন পুরোহিতকে Aukchai বা Aokchai নামে উল্লেখ করা হয়। তিনি পূজার বিভিন্ন আচার পরিচালনা করেন এবং দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন সম্পন্ন করেন। ঐতিহ্যগত রিয়াং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুরগি, শূকর, ছাগল, ডিম, চাল এবং স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত পানীয়সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিবেদনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সঙরংমা পূজার সুনির্দিষ্ট আচার, উপকরণ ও পদ্ধতি অঞ্চল, পরিবার এবং স্থানীয় রীতির ভিত্তিতে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। এই বৈচিত্র্যই আবার রিয়াং সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ধর্মীয় আচার সংরক্ষিত হয়েছে।

ধর্মের পাশাপাশি সামাজিক উৎসব সঙরংমা পূজার গুরুত্ব কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এই পূজা রিয়াং সমাজে সামাজিক মিলন ও সম্প্রদায়গত ঐক্যেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। পূজাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পরিবারের মানুষ একত্রিত হন। পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। ঐতিহ্যগতভাবে একটি গ্রাম বা সম্প্রদায়ের মানুষের অংশগ্রহণে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার ফলে এটি সামাজিক সংহতির ক্ষেত্র তৈরি করে। আদিবাসী সমাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনেক সময়ই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। সেখানে ধর্ম, পরিবার, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক সম্পর্ক একে অপরের থেকে আলাদা নয়। সঙরংমা পূজার ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। উৎসব, মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সময়ের সঙ্গে সঙরংমা পূজার পরিসরও পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে পূজাকে কেন্দ্র করে মেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্যস্তরেও সঙরংমা পূজা ও মেলার আয়োজনের নজির রয়েছে। এই ধরনের অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রিয়াংদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, গান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করে। স্থানীয় শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার সুযোগ পান। মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নতুন প্রজন্মের কাছেও এই ঐতিহ্যকে পরিচিত করে তোলে। শহুরে জীবন, আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং পরিবর্তিত জীবনযাত্রার কারণে তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ ঐতিহ্যগত জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সঙরংমা পূজার মতো উৎসব তাঁদের নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়।

ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় ভূমিকা

একটি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় কেবল তার ধর্ম বা উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভাষা, পোশাক, গান, নৃত্য, খাদ্যাভ্যাস, লোককথা এবং সামাজিক প্রথা-সবকিছু মিলেই গড়ে ওঠে একটি জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয়। সঙরংমা পূজা এই সমস্ত উপাদানকে একত্রিত করার একটি সামাজিক ক্ষেত্র তৈরি করে। উৎসবের মাধ্যমে প্রবীণরা তাঁদের জানা ঐতিহ্য তরুণদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। লোকবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার মৌখিকভাবে সংরক্ষিত হওয়ায় এই ধরনের অনুষ্ঠান ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে রিয়াং ভাষা ও লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণে এই ধরনের সাংস্কৃতিক সমাবেশের গুরুত্ব রয়েছে। একটি উৎসব যত বেশি মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, তত বেশি তার সঙ্গে যুক্ত গান, শব্দ, প্রার্থনা, আচার ও লোককথা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়। আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রিয়াং সমাজেও দ্রুত পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নগরায়ণ, কর্মসংস্থান এবং আধুনিক জীবনযাত্রার প্রসারের ফলে ঐতিহ্যগত জীবনধারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক হলেও এর সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আচার সম্পর্কে আগ্রহ কমে গেলে বহু প্রাচীন প্রথা হারিয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যেসব ঐতিহ্য লিখিত নথির পরিবর্তে মৌখিকভাবে প্রজন্মান্তরে চলে এসেছে, সেগুলি সংরক্ষণের বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। সঙরংমা পূজার মতো উৎসব তাই শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়-এটি একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক নথি। এর মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী তার অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে এবং বর্তমানকে ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করে।

সরকারি স্বীকৃতির দাবি

সঙরংমা পূজার সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কারণে রিয়াং সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠন এই পূজার দিনটিকে ত্রিপুরায় সরকারি ছুটি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। এই দাবির পেছনে যুক্তি হল, সঙরংমা পূজা শুধু একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি ত্রিপুরার আদিবাসী ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সরকারি স্বীকৃতি পেলে একটি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য সম্পর্কে বৃহত্তর সমাজে সচেতনতা বাড়তে পারে। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মধ্যে নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধও বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে সরকারি স্বীকৃতির পাশাপাশি আরও গুরুত্বপূর্ণ হল ঐতিহ্যটির যথাযথ নথিভুক্তি ও গবেষণা। সঙরংমা পূজার ইতিহাস, আচার, লোকবিশ্বাস, গান, প্রার্থনা এবং সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি নৃতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ ও সংস্কৃতি গবেষকদের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা প্রয়োজন।

নারী ও মাতৃশক্তির প্রতীক

সঙরংমা পূজার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর মধ্যে মাতৃশক্তির ধারণা। পৃথিবীকে মা হিসেবে ভাবার প্রবণতা বহু প্রাচীন সংস্কৃতিতেই দেখা যায়। রিয়াংদের বিশ্বাসেও পৃথিবী কেবল বসবাসের স্থান নয়; তিনি জীবনদাত্রী।

মাটি খাদ্য উৎপাদন করে, মানুষকে আশ্রয় দেয় এবং জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। ফলে পৃথিবীকে মাতৃশক্তি হিসেবে কল্পনা করার মধ্যে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতার একটি গভীর অনুভূতি রয়েছে। আধুনিক পরিবেশ-চিন্তার সঙ্গে এই ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণমিল রয়েছে। প্রকৃতিকে কেবল সম্পদ হিসেবে ব্যবহার না করে তাকে সম্মান ও সুরক্ষা দেওয়ার যে দর্শন, সঙরংমার ধারণার মধ্যে তার সাংস্কৃতিক প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায়।

সংরক্ষণের প্রয়োজন

বর্তমান সময়ে সঙরংমা পূজার মতো ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এই পূজার সঙ্গে যুক্ত মৌখিক ইতিহাস, লোককথা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি নথিভুক্ত করা দরকার। দ্বিতীয়ত, রিয়াং ভাষায় প্রচলিত প্রার্থনা, গান ও আচারগুলিকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, তরুণ প্রজন্মকে এই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি এবং শিক্ষামূলক উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। একই সঙ্গে এই ঐতিহ্যকে শুধুমাত্র পর্যটনের আকর্ষণ হিসেবে না দেখে রিয়াং জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক অধিকার ও আত্মপরিচয়ের অংশ হিসেবে দেখা জরুরি।

উপসংহার

সঙরংমা পূজা রিয়াং জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পৃথিবী, প্রকৃতি, কৃষি, মানুষের জীবন এবং সামাজিক সম্পর্ক-এই সবকিছুকে এক সুতোয় বাঁধে এই ঐতিহ্য।

আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে সঙরংমা পূজার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। কারণ এটি শুধু অতীতের একটি ধর্মীয় প্রথার স্মৃতি নয়; এর মধ্যে রয়েছে পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক ঐক্য, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় এবং প্রজন্মান্তরে ঐতিহ্য বহন করার শক্তি। ত্রিপুরার বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক মানচিত্রে রিয়াং জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পরিচয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সেই পরিচয়ের অন্যতম জীবন্ত প্রতীক সঙরংমা পূজা। তাই এই উৎসবকে সংরক্ষণ করা মানে শুধু একটি পূজার আচারকে টিকিয়ে রাখা নয়; বরং ত্রিপুরার বৈচিত্র্যময় আদিবাসী ইতিহাস, লোকবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত রাখা।

সঙরংমা পূজার মূল বার্তাটি তাই আজও প্রাসঙ্গিক-মানুষ প্রকৃতির বাইরে নয়; মানুষ প্রকৃতিরই অংশ। পৃথিবীর প্রতি শ্রদ্ধা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং নিজের সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসাই একটি জনগোষ্ঠীর পরিচয়কে বাঁচিয়ে রাখে।

শালপাতা আছে, ন্যায্য দাম কোথায় ?

বংশীরাজ মাহাত
গবেষক, ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রামের জঙ্গল মানেই শুধু শাল, মহুয়া, পিয়াল আর লাল মাটির গল্প নয়। এই জঙ্গলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকা। আর সেই জীবিকার নেপথ্যে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেও যাঁদের নাম প্রায়শই সামনে আসে না, তাঁরা হলেন গ্রামের মহিলারা। ভোরের আলো ফোটার আগেই ঝুড়ি, বস্তা হাতে জঙ্গলের পথে হাঁটা, শালপাতা কুড়িয়ে আনা, বাছাই করা, পরিষ্কার করা, শুকোনো, সেলাই করে থালা-বাটি তৈরি করা এবং শেষ পর্যন্ত বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করাএই দীর্ঘ শ্রমের প্রতিটি ধাপেই তাঁদের হাত। অথচ প্রশ্নটি থেকে যায়এই শ্রমের মূল্য কত?

শালপাতা ঝাড়গ্রামের কাছে নিছক একটি বনজ সম্পদ নয়; এটি বহু পরিবারের রান্নাঘরের আগুন জ্বালানোর অর্থ, সন্তানের পড়াশোনার খরচ, সংসারের দৈনন্দিন বাজার এবং কখনও-বা বিপদের সময় একমাত্র ভরসা। পরিবেশবান্ধব পণ্যের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শালপাতার থালা-বাটির বাজারও তৈরি হয়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠান, পুজো, ভোজ, মেলা কিংবা স্থানীয় হাটে প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে শালপাতার ব্যবহার এখনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাজার বাড়লেও সেই বাজারের লাভের কতটা পৌঁছচ্ছে শালপাতা সংগ্রহকারী মহিলার হাতে?এখানেই সমস্যার আসল জায়গা। একটি শালপাতার থালা বাজারে যখন একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রি হয়, তখন তার উৎপাদনের পেছনে যে শ্রম রয়েছে, তার হিসাব খুব কম ক্ষেত্রেই করা হয়। জঙ্গল থেকে পাতা সংগ্রহের শ্রমের মূল্য নেই, বাছাই ও পরিষ্কারের মূল্য নেই, সেলাই করার শ্রমের মূল্য নেই, পরিবহণের মূল্য নেই। যেন এই সমস্ত কাজ স্বাভাবিকভাবেই মহিলাদের করার কথা। সংসারের কাজের মতোই তাঁদের এই শ্রমও অদৃশ্য। অথচ অর্থনীতির ভাষায় এটি উৎপাদন; কিন্তু সামাজিক বাস্তবতায় তা এখনও 'ঘরের মেয়েদের অতিরিক্ত কাজ'! এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি।

শালপাতার অর্থনীতি নিয়ে কথা বললেই প্রথমে বনজ সম্পদের কথা বলা হয়, বাজারের কথা বলা হয়, পরিবেশবান্ধব পণ্যের কথা বলা হয়। কিন্তু সেই পাতার সঙ্গে যুক্ত নারীশ্রমের কথা কতটা বলা হয়? একটি পণ্যকে 'ইকো-ফ্রেন্ডলি' বললেই সেটি ন্যায়সঙ্গত অর্থনীতির প্রতীক হয়ে যায় না। যদি সেই পণ্য উৎপাদনকারী মহিলা নিজের শ্রমের ন্যায্য মূল্য না পান, তাহলে পরিবেশবান্ধবতার আড়ালে আমরা আরেকটি বৈষম্যের অর্থনীতিই তৈরি করছি। সবচেয়ে বড় সমস্যা মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবস্থা। গ্রামের বহু মহিলা সরাসরি বড় বাজারে পৌঁছতে পারেন না। ফলে তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী কম দামে কিনে নিয়ে অন্যরা বেশি দামে বিক্রি করেন। উৎপাদক ও চূড়ান্ত বাজারের মধ্যে যত বেশি স্তর বাড়ে, উৎপাদকের অংশ তত কমে। এই ব্যবস্থায় ঝুঁকি বহন করেন সংগ্রাহক ও কারিগর, অথচ তুলনামূলকভাবে বেশি লাভ করেন বাজারের মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবসায়ীরা। প্রশ্ন উঠতেই পারেমহিলারা নিজেরাই বাজারে যাচ্ছেন না কেন? উত্তরটি এত সহজ নয়। অনেকের হাতে পর্যাপ্ত পুঁজি নেই। নিয়মিত পরিবহণের ব্যবস্থা নেই। বড় ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। বাজারদর সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। বড় অর্ডার এলে তা পূরণ করার মতো সংগঠিত উৎপাদন ব্যবস্থা নেই। আবার বন থেকে পাতা সংগ্রহের অধিকার, বনসম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় বন-নির্ভর মানুষের সঙ্গে প্রশাসনিক কাঠামোর সম্পর্কও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে উৎপাদক যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন থাকবেন, ততক্ষণ বাজারে তাঁর দর-কষাকষির ক্ষমতা দুর্বলই থাকবে। তাহলে সমাধান কী? প্রথমত, শালপাতা সংগ্রহকারী ও শালপাতার সামগ্রী প্রস্তুতকারী মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতায় এনে সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। একা একজন মহিলা যে দর পান, একটি সংগঠিত গোষ্ঠী সেই দর পাবে নাএমন নয়। বরং একসঙ্গে উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং এবং বিক্রির ব্যবস্থা থাকলে তাঁদের দর-কষাকষির ক্ষমতা বহুগুণ বাড়তে পারে। দ্বিতীয়ত, সরাসরি বাজার সংযোগ তৈরি করা জরুরি। শুধু গ্রামের হাটে বিক্রি করলেই হবে না। শহরের বাজার, মেলা, সরকারি অনুষ্ঠান, পর্যটনকেন্দ্র, রেস্তরাঁ, ক্যাটারিং সংস্থা এবং অনলাইন বিপণনের সঙ্গে এই উৎপাদকদের যুক্ত করতে হবে। শালপাতার তৈরি থালা-বাটি ছাড়াও এখন নানা ধরনের পরিবেশবান্ধব পণ্য তৈরি করা সম্ভব। সঠিক প্রশিক্ষণ, নকশা, প্যাকেজিং ও বিপণন কৌশল থাকলে একই কাঁচামাল থেকে বেশি মূল্য সংযোজন করা যায়। তৃতীয়ত, সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে এই জীবিকাকে যুক্ত করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। শুধু প্রশিক্ষণ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করলে চলবে না। প্রশিক্ষণের সঙ্গে ঋণ, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ব্যবস্থাপনা, বাজার সংযোগ, ব্র্যান্ডিং এবং বিপণনের পরিকাঠামো যুক্ত করতে হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সরকারি ও বেসরকারি ক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে নিয়মিত বাজার তৈরি হতে পারে। চতুর্থত, দর নির্ধারণে স্বচ্ছতা দরকার। একটি শালপাতার থালা তৈরি করতে কত সময় লাগে, কত শ্রম লাগে, পরিবহণ ও অন্যান্য খরচ কততার ভিত্তিতে ন্যূনতম ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের আলোচনা হওয়া দরকার। শুধু 'পাতা তো জঙ্গল থেকে পাওয়া যায়' বলে তার দাম কমিয়ে দেওয়া যায় না। প্রাকৃতিক সম্পদ বিনামূল্যে পাওয়া গেলেও মানুষের শ্রম বিনামূল্যে নয়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বন সংরক্ষণ। শালপাতার অর্থনীতি টিকবে জঙ্গল টিকলে। অতিরিক্ত পাতা সংগ্রহ, অনিয়ন্ত্রিত বনসম্পদ ব্যবহার কিংবা বাণিজ্যিক চাহিদার চাপে বনভূমির ক্ষতি হলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সেই মানুষগুলিই, যাঁদের জীবিকা জঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত। তাই বনকে শুধু রাজস্বের উৎস হিসেবে নয়, স্থানীয় মানুষের জীবিকা ও সাংস্কৃতিক অধিকারের অংশ হিসেবেও দেখতে হবে। বন সংরক্ষণ এবং বননির্ভর জীবিকাএই দুটিকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ না বানিয়ে সমন্বিতভাবে এগোতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, শালপাতার অর্থনীতিকে 'গরিব মানুষের ছোটখাটো কাজ' হিসেবে দেখার মানসিকতা বদলাতে হবে। এটি একটি স্থানীয় সবুজ অর্থনীতি। এখানে রয়েছে কাঁচামাল, শ্রম, উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, বাজার এবং সম্ভাব্য রপ্তানিঅর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক শৃঙ্খল। সেই শৃঙ্খলের কেন্দ্রে থাকা নারী শ্রমিকদের যদি ন্যায্য অংশ না দেওয়া হয়, তবে উন্নয়নের গল্প অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। ঝাড়গ্রামের শালপাতা আমাদের সামনে তাই একটি বড় প্রশ্ন তুলে ধরেজঙ্গল থেকে যে সম্পদ আসে, তার মালিকানা ও সুবিধা কার? যে নারী ভোরে জঙ্গলে যান, তাঁর শ্রমের দাম কে ঠিক করেন? যে হাতে পাতা সেলাই হয়ে থালা তৈরি হয়, সেই হাত কেন বাজারদরের নিয়ন্ত্রক নয়? পরিবেশবান্ধব পণ্যের নামে বাজার যখন নতুন মূল্য তৈরি করছে, তখন সেই মূল্যের ন্যায্য অংশ কি উৎপাদক মহিলাদের কাছে পৌঁছচ্ছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার সময় শেষ। ঝাড়গ্রামের শালপাতাকে যদি সত্যিই অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে হয়, তবে শুধু পাতার বাজার বাড়ালেই হবে নাপাতা সংগ্রহকারী নারীর ক্ষমতাও বাড়াতে হবে। তাঁদের সংগঠিত করতে হবে, প্রশিক্ষিত করতে হবে, সরাসরি বাজারে পৌঁছে দিতে হবে এবং মধ্যস্বত্বভোগী-নির্ভরতার শৃঙ্খল ভাঙতে হবে। কারণ শালপাতা জঙ্গলের দান হতে পারে, কিন্তু সেই পাতাকে অর্থে পরিণত করার পেছনে যে শ্রমসেটি নারীর। আর শ্রমের ন্যায্য মূল্য কোনও দয়া নয়, অধিকার। ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে প্রতিদিন যে মহিলারা ঝুড়ি-বস্তা হাতে হাঁটেন, তাঁদের গল্প তাই দারিদ্র্যের গল্প নয়। এটি সম্ভাবনার গল্প। প্রশ্ন শুধু একটাইসেই সম্ভাবনার মালিকানা কি তাঁদের হাতেই থাকবে, নাকি জঙ্গলের পাতা থেকে তৈরি সম্পদের বড় অংশও চলে যাবে অন্যের ঝুলিতে? উন্নয়নের মাপকাঠি যদি সত্যিই মানুষের জীবন হয়, তাহলে শালপাতার প্রতিটি থালায় আমাদের দেখতে হবে সেই নারীর শ্রমের ছাপ। সেই শ্রমের সম্মান এবং ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে পারলেই ঝাড়গ্রামের শালপাতা সত্যিকার অর্থে হয়ে উঠবে নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতার সবুজ প্রতীক।

পশ্চিম মেদিনীপুর,
ফোন-৭০২৯৩৫৯১১৯

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্বব্যবস্থা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ভারতের, ব্রিকস-এ জোর সমন্বয় ও সহযোগিতায়

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): চারটি উদীয়মান অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত নাম হিসেবে যাত্রা শুরু করা ব্রিকস বর্তমানে চার মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক জোটে পরিণত হয়েছে। তেলসমৃদ্ধ দেশ, আফ্রিকার অর্থনীতি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়েছে এই গোষ্ঠী। চলতি বছর ব্রিকস-এর চতুর্থবারের মতো সভাপতিত্ব করছে ভারত বলে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সরকারি তথ্যপত্রে জানানো হয়েছে।

প্রধান উদীয়মান অর্থনীতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক নীতি সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে ব্রিকস। বিশ্ব শাসনব্যবস্থা নিয়ে অভিন্ন অবস্থান তৈরির ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলির প্রধান ফোরাম হিসেবেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্লোবাল সাউথের স্বার্থ তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে ব্রিকস।

২০২৬ সালের সভাপতিত্বের অধীনে ভারত আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করতে চলেছে। ভারতের সভাপতিত্বের মূল ভাবনা'স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং স্থায়িত্বের জন্য নির্মাণ' অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও স্থায়িত্বের জন্য নির্মাণ। এই ভাবনা ব্রিকস-এর অর্জনকে আরও শক্তিশালী করা এবং প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতা বৃদ্ধির ওপর ভারতের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

উন্নয়ন, স্থায়িত্ব ও উদ্ভাবনকে এজেন্ডার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে গ্লোবাল সাউথের আকাঙ্ক্ষাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভারত ব্রিকস-কে একটি গঠনমূলক এবং সমাধানমুখী ফোরাম হিসেবে আরও শক্তিশালী করতে চাইছে।

বর্তমানে ব্রিকস-এর সদস্য সংখ্যা ১১। দেশগুলি হলব্রাজিল, চিন, মিশর, ইথিওপিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সম্মিলিতভাবে এই দেশগুলি বিশ্বের ৪৯.৫ শতাংশ জনসংখ্যা, ৪০ শতাংশ বৈশ্বিক জিডিপি এবং ২৬ শতাংশ বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ব্রিকস-এর সম্প্রসারণের পর 'পার্টনার কান্টি' বা অংশীদার দেশের একটি নতুন শ্রেণি তৈরি করা হয়। সদস্যপদ সম্প্রসারণের ফলে এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং লাতিন আমেরিকাএই চারটি অঞ্চলে ব্রিকস-এর ভৌগোলিক পরিসর আরও বিস্তৃত হয়েছে। এর ফলে বড় বাজার, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের অভিজ্ঞতা একই মঞ্চে এসেছে।

২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ব্রিকস সম্প্রসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি পূর্ণ সদস্য হয়। এরপর ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ইন্দোনেশিয়া ১১তম পূর্ণ সদস্য হিসেবে যোগ দেয়। এর ফলে গোষ্ঠীটির ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অংশীদার দেশগুলির কাঠামোর অধীনে ২০২৫ সালে বেলারুশ, বলিভিয়া, কিউবা, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড, উগান্ডা, উজবেকিস্তান এবং ভিয়েতনামএই ১০টি দেশ যুক্ত হয়েছে।

বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে ব্রিকস-এর সহযোগিতার ক্ষেত্রও ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও কৃষির পাশাপাশি শ্রম ও কর্মসংস্থান, টেলিযোগাযোগ, আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা এবং বিশ্ব অর্থনীতির পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করে এই গোষ্ঠী।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আরও বেশি প্রতিনিধিত্ব ও সমতার পক্ষে সওয়াল করে ব্রিকস। এর লক্ষ্য হল বিশ্ব শাসনব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, কার্যকর এবং বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জের প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তোলা।

সুপ্রিম কোর্টে আবু সালেমের অকাল মুক্তির আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ১৯৯৩ সালের মুম্বই ধারাবাহিক বিস্ফোরণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত আবু সালেমের জেল থেকে অকাল মুক্তির আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এই আবেদন খারিজ করে দেয়।

আবু সালেম দাবি করেছিলেন, বিচারাধীন অবস্থায় জেলে কাটানো সময়, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর কারাবাস এবং জেলে ভালো আচরণের জন্য অর্জিত রেমিশন বা সাজা মকুবের সময় হিসাব করলে তিনি সর্বোচ্চ ২৫ বছরের সাজা ইতিমধ্যেই পূর্ণ করেছেন। সেই ভিত্তিতে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।

বর্তমানে নাসিক রোড সেন্ট্রাল জেলে বন্দি সালেম বম্বে হাইকোর্ট তাঁর তাৎক্ষণিক মুক্তির আবেদন খারিজ করার পর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বম্বে হাইকোর্ট ১৫ এপ্রিলের রায়ে জানিয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত ২৫ বছরের মেয়াদ সাধারণ জেল রেমিশনের মাধ্যমে কমানো যায় না।

হাইকোর্টের মতে, ২৫ বছরের মেয়াদই সালেমের কার্যকর সাজা এবং এটি সাধারণ কারা-রেমিশনের মাধ্যমে কমানোর মতো কোনও সর্বোচ্চ সীমা নয়। জেল কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী অর্জিত রেমিশনকে সাজা কমানোর ক্ষেত্রে যুক্ত করার চেষ্টা আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বলেও আদালত জানিয়েছিল।

পর্তুগাল থেকে প্রত্যর্পণের পর ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে ভারতে আনা হয় আবু সালেমকে। ২০০৫ সালের ১১ নভেম্বর তাঁকে ১৯৯৩ সালের মুম্বই বিস্ফোরণ মামলায় টাডা আদালতে হাজির করা হয়। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে টাডা মামলায় তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে ১৯৯৩ সালের মুম্বই বিস্ফোরণ মামলাতেও তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। দুটি সাজা একইসঙ্গে চলার নির্দেশ ছিল।

২০২২ সালের জুলাইয়ে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি বহাল রাখলেও পর্তুগালকে দেওয়া ভারতের সরকারের সার্বভৌম আশ্বাসের কথা বিবেচনা করে তাঁর মোট কারাবাসের মেয়াদ ২৫ বছরে সীমাবদ্ধ করে। ওই আশ্বাস অনুযায়ী, সালেমকে ২৫ বছরের বেশি কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে না।

সুপ্রিম কোর্ট একইসঙ্গে নির্দেশ দিয়েছিল, ২৫ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাস আগে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩২ ও ৪৩৩ ধারার অধীনে রেমিশনের বিষয়টি সরকারকে বিবেচনা করতে হবে।

সালেমের দাবি ছিল, ভালো আচরণের জন্য তিনি প্রায় তিন বছরের রেমিশন অর্জন করেছেন এবং বিচারাধীন অবস্থার কারাবাস ও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরের কারাবাসের সময় যোগ করলে ২৫ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তবে বম্বে হাইকোর্ট জানিয়েছিল, কারা-নিয়মের অধীনে অর্জিত রেমিশন প্রশাসনিক প্রকৃতির এবং তা আদালতের নির্ধারিত সাজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমিয়ে দেয় না। হাইকোর্টের হিসাব অনুযায়ী, ২০০৫ সালের ১১ নভেম্বর গ্রেপ্তারের দিন থেকে গণনা করলে ২৫ বছরের মেয়াদ ২০৩০ সালের নভেম্বরে শেষ হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত ২৫ বছরের মেয়াদ রেমিশনের কারণে আরও কমানোর প্রশ্ন নেই বলেও হাইকোর্ট স্পষ্ট করেছিল।

এর আগে অকাল মুক্তির দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন সালেম। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে শীর্ষ আদালত তাঁকে সেই আবেদন প্রত্যাহারের অনুমতি দিয়ে বম্বে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলাটির দ্রুত শুনানির আবেদন করার স্বাধীনতা দিয়েছিল।

পিএমএমএসওয়াই-তে মৎস্য খাতে গতি, ৬ বছরে উৎপাদন বেড়ে ১৯৭.৭৫ লাখ টন

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা-র মাধ্যমে দেশের মৎস্য খাতে উৎপাদন, পরিকাঠামো ও রফতানিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সরকারি তথ্যপত্র অনুযায়ী, ২০১৯-২০ সালে ১৪১.৬৪ লাখ টন থেকে ২০২৪-২৫ সালে ভারতের মাছের উৎপাদন বেড়ে রেকর্ড ১৯৭.৭৫ লাখ টনে পৌঁছেছে। একই সময়ে মৎস্যপণ্যের রফতানির পরিমাণ ৪৬,৬৬৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে ৭৩,৮৯০ কোটি টাকা হয়েছে।

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ পিএমএমএসওয়াই ছয় বছর পূর্ণ করেছে। সরকার জানিয়েছে, আধুনিকীকরণ, স্থায়িত্ব এবং মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষিদের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের মৎস্য খাতের রূপান্তরে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০২০ সালে চালুর পর থেকে পিএমএমএসওয়াই-র আওতায় মৎস্য খাতে পরিকাঠামো উন্নয়ন, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষিদের ধারাবাহিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। 'ব্লু রেভলিউশন' প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে তৈরি পিএমএমএসওয়াই-র লক্ষ্য ছিল মৎস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে বিপণন পর্যন্ত গোটা মূল্যশৃঙ্খলের গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি দূর করা।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য ও জলজচাষ-সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ৫৮ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি কোল্ড-চেইন ও বিপণন পরিকাঠামোর জন্য ২,৭৯৭ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে ফসল-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা এবং বাজারের সঙ্গে সংযোগ আরও শক্তিশালী হয়েছে।

এছাড়া ২,১৯৫টি ফিশারিজ ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (এফএফপিও)-কে ৫৪৪.৮৬ কোটি টাকার প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে পিএমএমএসওয়াই-র জন্য রেকর্ড ২,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে সরকার।

মৎস্য ও জলজচাষ পরিকাঠামোয় বড় বিনিয়োগও অব্যাহত রয়েছে। ২০২৬ সালের ১১ আগস্ট পর্যন্ত ২০২০-২১ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে মৎস্য দফতর মোট ২১,৩৯৪.৮৮ কোটি টাকার মৎস্য ও জলজচাষ প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে কেন্দ্রের অংশ ৯,৫১০.৮৯ কোটি টাকা।

রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই প্রকল্পগুলির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং মৎস্য খাতের মূল্যশৃঙ্খলকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

পিএমএমএসওয়াই-র আওতায় মাছ ধরার বন্দর, ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার, কোল্ড চেইন, পরিবহণ ও বিপণন পরিকাঠামোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে ২৮টি ফিশিং হারবার উন্নয়ন প্রকল্প, ২৫টি ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার এবং ২৩টি ড্রেজিং প্রকল্পের জন্য মোট ৩,৭৪১.৮৯ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে মৎস্য দফতর।

সরকারের মতে, পিএমএমএসওয়াই-র মূল লক্ষ্য হল মাছের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মূল্যশৃঙ্খলের আধুনিকীকরণ, কর্মসংস্থান ও জীবিকার সুযোগ তৈরি, মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি, রফতানি ও গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (জিভিএ) বাড়ানো এবং মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা।

মায়াবতীর বড় সিদ্ধান্ত, বিএসপি থেকে বহিষ্কৃত ভাতিজা আকাশ আনন্দ

লখনউ, ১০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) সুপ্রিমো মায়াবতী বৃহস্পতিবার তাঁর ভাতিজা আকাশ আনন্দকে দল থেকে বহিষ্কার করেছেন। একই সঙ্গে তিনি আকাশ আনন্দের শ্বশুর তথা প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ অশোক সিদ্ধার্থের রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। মায়াবতীর দাবি, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কের প্রতি আকাশ আনন্দের টান তাঁর নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং দলের স্বার্থের প্রতি উদ্বেগের চেয়ে বেশি বলে মনে হয়েছে।

অশোক সিদ্ধার্থ, যিনি গত ২ আগস্ট কথিত দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে দ্বিতীয়বারের জন্য বিএসপি থেকে বহিষ্কৃত হন, বুধবার রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা করেন। এর একদিন আগে মায়াবতী বলেছিলেন, তাঁর ভাতিজা তথা সিদ্ধার্থের জামাই আকাশ আনন্দকে দলের মধ্যে ফের রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে হলে সিদ্ধার্থের অবসর নেওয়া প্রয়োজন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া একটি বিস্তারিত পোস্টে অবসরের ঘোষণা করে সিদ্ধার্থ মায়াবতী ও বিএসপির প্রতি তাঁর আনুগত্য পুনর্ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি দলের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগও তিনি অস্বীকার করেন।

বৃহস্পতিবার 'এক্স'-এ মায়াবতী বলেন, অশোক সিদ্ধার্থের রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা "অনেক দেরিতে নেওয়া হলেও সঠিক পদক্ষেপ"। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্ত আরও আগে নেওয়া হলে বিএসপি, বহুজন সমাজ, বহুজন আন্দোলন এবং আকাশ আনন্দকে বারবার প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো না। একই সঙ্গে দল ও আন্দোলনের স্বার্থে আকাশ আনন্দের বিরুদ্ধে তাঁকেও একাধিকবার কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হতো না।

মায়াবতী বলেন, বিএসপির অনুসৃত আম্বেদকরবাদী রাজনৈতিক ঐতিহ্য ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংগ্রাম ও নিঃস্বার্থতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বৃহত্তর আন্দোলনের স্বার্থে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থকে পিছনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বিএসপি সুপ্রিমো প্রশ্ন তোলেন, অশোক সিদ্ধার্থ যদি সত্যিই তাঁর জামাই আকাশ আনন্দের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং বিএসপির স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি এতদিন অপেক্ষা করলেন কেন। মায়াবতীর দাবি, সিদ্ধার্থ আরও আগে অবসর ঘোষণা করলে আকাশ আনন্দের দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার পথ সুগম হতে পারত।

মায়াবতী আরও অভিযোগ করেন, তাঁর সাম্প্রতিক 'এক্স' পোস্ট, যা আকাশ আনন্দেরই রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও কল্যাণের স্বার্থে করা হয়েছিল, সেটিও আকাশ আনন্দ পুনরায় পোস্ট করেননি। তাঁর বক্তব্য, এর আগে সিদ্ধার্থ ও আকাশ আনন্দ নিয়মিতভাবে মায়াবতীর পোস্ট পুনরায় শেয়ার করে তাঁদের আনুগত্য প্রদর্শন করতেন।

মায়াবতীর মতে, এবার দলের পোস্ট পুনরায় শেয়ার না করার ঘটনা প্রমাণ করে যে, দু'জনের কাছেই বিএসপি ও আন্দোলনের স্বার্থের তুলনায় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও দলীয় দায়িত্বের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত থাকা অবস্থায় আকাশ আনন্দ কীভাবে কার্যকরভাবে বিএসপি ও আন্দোলনের জন্য কাজ করবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

এরপরই আকাশ আনন্দকে দল থেকে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মায়াবতী। তিনি জানান, গত ৩ সেপ্টেম্বর আকাশ আনন্দকে বিএসপির গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় আহ্বায়ক পদ-সহ সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার তাঁকে অবিলম্বে দল থেকেও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা হল।

মায়াবতী বলেন, আকাশ আনন্দ যদি দলের বাইরে স্বাধীনভাবে থাকতে চান, তাহলে তিনি তা করতে পারেন। অর্থাৎ, তাঁকে এখন সম্পূর্ণভাবে দল থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

দলের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে মায়াবতী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিভিন্ন কৌশলসমঝোতার চেষ্টা, প্রলোভন, চাপ সৃষ্টি এবং বিভাজনেরবিরুদ্ধে সতর্ক থাকার কথা বলেন। তিনি কর্মীদের শরীর, মন ও সামর্থ্য দিয়ে বিএসপির রাজনৈতিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

উত্তরপ্রদেশে ফের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করাই দলের অন্যতম লক্ষ্য বলে উল্লেখ করে মায়াবতী বলেন, কার্যকর আইনশৃঙ্খলা, শক্তিশালী উন্নয়ন এবং 'সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়'-এর নীতির ভিত্তিতে একটি 'আয়রন রুল' প্রতিষ্ঠাই বিএসপির চূড়ান্ত লক্ষ্য।

দুই মাসের মধ্যে জেপিএসসি চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ শেষের নির্দেশ ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের

রাঁচি, ১০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন (জেপিএসসি)-এর চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়া আগামী দুই মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট।

একইসঙ্গে, নিয়োগ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি জানিয়ে আগামী ১৮ নভেম্বরের মধ্যে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট জমা দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি এম.এস. সোনক এবং বিচারপতি রাজেশ শঙ্করের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের বন দফতরে আধিকারিক ও কর্মীর ঘাটতি সংক্রান্ত স্বতঃপ্রণোদিত জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দেয়।

রাজ্য সরকারের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল রোহিত রায় এবং আইনজীবী বিভোর মায়াঙ্ক আদালতকে জানান, জেপিএসসি-এর চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের প্রক্রিয়া আগামী দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্য সরকারের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বেঞ্চকে নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার জন্য দুই মাস সময় দেয়। পাশাপাশি, ১৮ নভেম্বরের মধ্যে আদালতে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। মামলাটির পরবর্তী শুনানি ১৯ নভেম্বর ধার্য করেছে আদালত।

এর আগে শুনানিতে হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জেপিএসসি-এর চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা জানতে চেয়েছিল।

শুনানির সময় জেপিএসসি-এর আইনজীবী সঞ্জয় পাইপারওয়াল আদালতকে জানান, অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেটর অব ফরেস্ট এবং রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার পদে নিয়োগের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

এরপর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে পাঠায় আদালত। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ করার ওপরও জোর দেয় বেঞ্চ।

ঝাড়খণ্ডে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবায় নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পরিচালনা করে জেপিএসসি। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদগুলি তার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এই পদগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে শূন্যতা থাকলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরাসরি প্রভাব পড়ে।

হাইকোর্টের নির্দেশের ফলে এখন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে তার অগ্রগতি আদালতকে জানাতে হবে রাজ্য সরকারকে।

এদিকে, জেপিএসসি এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন (জেএসএসসি)-এর বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলে সম্প্রতি ২৬ দিন ধরে আন্দোলন করেছিলেন ঝাড়খণ্ডের চাকরিপ্রার্থী ও পড়ুয়ারা। হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বাধীন সরকার দুই মাসের মধ্যে তাঁদের দাবিগুলি বিবেচনা করার আশ্বাস দেওয়ার পর আন্দোলন স্থগিত করেন তাঁরা।

শ্রীরামপুরে মমতার সভায় শর্তসাপেক্ষে অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): হুগলির শ্রীরামপুরে শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজিত রাজনৈতিক কর্মসূচিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার একক বিচারপতির বেঞ্চ এই অনুমতি দেয়।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শুক্রবার শ্রীরামপুরে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। প্রথমে শ্রীরামপুরে একটি জনসভা এবং পরে একটি মিছিল করার পরিকল্পনা ছিল দলটির।

তবে পুলিশ ওই কর্মসূচির অনুমতি না দেওয়ায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। শুনানি শেষে শ্রীরামপুরে জনসভা করার ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয় আদালত।তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীকে জনসভার অনুমতি দেওয়া হলেও মিছিলের অনুমতি দেয়নি আদালত। মহেশ থেকে শ্রীরামপুর আদালত পর্যন্ত প্রস্তাবিত মিছিল হলে ব্যস্ত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে ব্যাপক যানজট তৈরি হতে পারে বলে পুলিশের দেওয়া যুক্তি আদালত গ্রহণ করে।

শ্রীরামপুরের জনসভার ক্ষেত্রেও একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে আদালত। জনসভাটি দুপুর ১টা থেকে ৩টার মধ্যে শেষ করতে হবে। একইসঙ্গে সভাস্থলে ২,০০০ জনের বেশি মানুষের জমায়েত করা যাবে না বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এছাড়া এমন কোনও উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া যাবে না, যা কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে আদালত।

কর্মসূচি চলাকালীন যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ মোতায়েনের জন্য রাজ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি, স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ফোন নম্বরের তালিকা বৃহস্পতিবার রাত ৮টার মধ্যে পুলিশের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাপক পরাজয়ের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত কলকাতাতেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচি সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। নির্বাচনের পর হুগলি জেলার শ্রীরামপুরেই প্রথমবার কলকাতার বাইরে তাঁর রাজনৈতিক সভা হতে চলেছে।

'প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক' জাপানি যুদ্ধবিমানের প্রথম ভারত সফর নিয়ে রাজনাথ

কলম্বো, ১০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জাপান এয়ার সেল্ফ-ডিফেন্স ফোর্সের যুদ্ধবিমানের প্রথমবার ভারতে আসাকে ভারত-জাপান প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে 'গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক' বলে অভিহিত করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, এই সফর দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আস্থা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি যৌথ অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

'এক্স'-এ রাজনাথ সিং লেখেন, ভারত-জাপান প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে জাপানি যুদ্ধবিমানের প্রথম ভারত সফর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। গত মাসে নয়াদিল্লিতে জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমির সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনার পর 'বীর গার্ডিয়ান' মহড়ার মতো পারস্পরিক সফর দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার সমন্বয় আরও শক্তিশালী করছে বলেও জানান তিনি।জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি 'এক্স'-এ জেএএসডিএফ-এর যুদ্ধবিমানের প্রথম ভারত সফরের কথা উল্লেখ করে একটি পোস্ট করেন। তারই জবাবে রাজনাথ সিং এই মন্তব্য করেন।কোইজুমি জানান, তিন বছর আগে ভারতীয় যুদ্ধবিমান জাপান সফর করার পর এবার জেএএসডিএফ-এর যুদ্ধবিমানের ভারত সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের যুদ্ধবিমানের পারস্পরিক সফর বাস্তবায়িত হয়েছে। গত মাসে রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকেও দুই দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা 'বীর গার্ডিয়ান' মহড়াকে ভারত-জাপান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গভীর করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বলে জানান তিনি।এদিকে, ভারতীয় বায়ুসেনা এবং জাপান এয়ার সেল্ফ-ডিফেন্স ফোর্সের মধ্যে 'বীর গার্ডিয়ান ২০২৬' মহড়া ৯ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজস্থানের যোধপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মহড়ায় অংশ নিতে জেএএসডিএফ-এর এফ-২ যুদ্ধবিমান যোধপুরে পৌঁছেছে।ভারতীয় বায়ুসেনা এই মহড়ায় দেশীয় লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ (এলসিএ) তেজস, সুখোই-৩০ এমকেআই এবং রাফালের মতো একাধিক অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান নিয়ে অংশ নিচ্ছে।১৪ দিনব্যাপী এই মহড়ায় দুই দেশের বায়ুসেনার সদস্যরা উন্নত অপারেশনাল মিশনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি পেশাগত ক্ষেত্রে ব্যাপক মতবিনিময় করবেন। মিশন পরিকল্পনা সংক্রান্ত সম্মেলন, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মতবিনিময় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও মহাকাশ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে দুই দেশের সদস্যদের মধ্যে আলোচনা হবে। এর মাধ্যমে দুই দেশের বায়ুসেনার মধ্যে অপারেশনাল সমন্বয় আরও গভীর হবে বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, 'বীর গার্ডিয়ান-২৬' মহড়া ভারত ও জাপানের মধ্যে গভীরতর কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রতিফলন। এর মাধ্যমে দুই দেশের কৌশলগত দক্ষতা ও মহাকাশভিত্তিক অপারেশনাল সমন্বয় আরও বৃদ্ধি পাবে। একইসঙ্গে দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও কৌশলগত সহযোগিতার সম্পর্কও এই মহড়ার মাধ্যমে আরও সুদৃঢ় হচ্ছে।

প্রথম ভারত সফরে গুয়াহাটিতে গোরিলাজ ২০২৭-এর ৩১ জানুয়ারি হবে কনসার্ট: হিমন্ত

গুয়াহাটি, ১০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কিংবদন্তি ব্রিটিশ ভার্চুয়াল ব্যান্ড গোরিলাজ প্রথমবারের মতো ভারত সফরে আসছে। আগামী ৩১ জানুয়ারি, ২০২৭ গুয়াহাটিতে পারফর্ম করবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই ব্যান্ড। বৃহস্পতিবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই ঘোষণা করেন।সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গোরিলাজের ঐতিহাসিক ভারত সফরের অন্যতম আয়োজক শহর হিসেবে গুয়াহাটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ব্যান্ডটির পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সংগীতপ্রেমীদেরও অসমে স্বাগত জানানোর জন্য গুয়াহাটি প্রস্তুত বলে জানান তিনি।হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, "আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, কিংবদন্তি গোরিলাজ ৩১ জানুয়ারি, ২০২৭ গুয়াহাটিতে পারফর্ম করবে। এটি তাদের প্রথম ভারত সফরের অংশ।"তিনি আরও জানান, এই সফরের আয়োজক শহরগুলির অন্যতম হতে পেরে গুয়াহাটি গর্বিত। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত গোরিলাজের অনুরাগীদেরও শহরটি স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত একটি ব্যান্ডের এই অনুষ্ঠান অসমের বিনোদন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করা হচ্ছে। কনসার্টকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটক ও সংগীতপ্রেমীদের গুয়াহাটিতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে শহরের পর্যটন ও হসপিটালিটি শিল্পও উপকৃত হতে পারে।বিকল্প রক, হিপ-হপ, ইলেকট্রনিক মিউজিক এবং পপের অনন্য সংমিশ্রণের জন্য বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় গোরিলাজ। ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে ব্যান্ডটির আত্মপ্রকাশের পর থেকেই তারা আন্তর্জাতিক সংগীতজগতে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে।সঙ্গীতশিল্পী ড্যামন অ্যালবার্ন এবং শিল্পী জেমি হিউলেটের সৃষ্ট এই ভার্চুয়াল ব্যান্ডের বিশেষত্ব হল তাদের অ্যানিমেটেড সদস্য এবং মাল্টিমিডিয়া-নির্ভর মঞ্চ পরিবেশনা। গুয়াহাটির অনুষ্ঠানেও ভারতীয় দর্শকরা গোরিলাজের সংগীতের পাশাপাশি তাদের স্বতন্ত্র ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।অসমের মুখ্যমন্ত্রী কনসার্টের ঘোষণা করার সময় গোরিলাজের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টও ট্যাগ করেন। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অসম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সংগীতপ্রেমীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।বড় মাপের সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের অন্যতম গন্তব্য হিসেবে গুয়াহাটির গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। গোরিলাজের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যান্ডের অনুষ্ঠান সেই অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

তোমার চোখের আদিম নিলাম !

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

আচ্ছা মিলন বিরহ সবই তো একপ্রকার বলতে গেলে প্রেমেরই অঙ্গরাগ। প্রেম মনেরই অজান্তের কোন ধাঁধা, কখনো তা অতি সহজেই ধরা দেয় প্রিয়জনের চোখে আবার কখনো যুগ যুগান্তর পার হয়ে গিয়েও মনের মিলন হয় না। দুটো মানুষ ক্ষনিকের ন্যায় একে অপরের সান্নিধ্যে চলে আসেন। আবার দুটো মানুষ একসঙ্গে থেকেও তাদের মধ্যে পাহাড় সমান দূরত্ব।

"প্রেম" দুই অক্ষরের শব্দটি বড়ই যেন অদ্ভুত। সবাইকে যেমন ভালোবাসা যায় না তেমনি সবার সঙ্গে মনের মিলনও হয় না। রাঙ্গামাটির সোঁদা গন্ধে একতারার ছন্দে বাউলের পরান পাখি জেগে ওঠে। লাল মাটিরই ধূলিকণায় ছড়িয়ে থাকে হাজারো এক প্রেমের অঙ্গরাগ। নীরবতা প্রেমের এক ধর্ম, যা বুঝে উঠতে দেয় না কখন একে অপরের মনের গভীর অরণ্যে ঢুকে পড়েছে তারা।

বোষ্টম বোষ্টমীর সুরে ঝড় তোলা পাখিদের কলতান নদীর নীরবতা গাছেদের মাঝে সন্ধ্যে তারা ঝিকমিক করে ওঠে। বেজে ওঠে একতারার মৃদু ধ্বনি। ছন্দে কেঁপে ওঠে আকাশ বাতাস। প্রেম তো মানব মনের মিলন, সেখানে তো জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কোনও ভেদাভেদ নেই। প্রকৃতি ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। এককথায়, একে অপরকে ছাড়া সৃষ্টি অসম্পূর্ণ। আবার প্রেম ও কাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রেমের সর্বোচ্চ সীমানা হল সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে সর্বত্রভাবে নিজের করে নেওয়া। কোন আদিমতার ছন্দে নিজের দেহ মন ভাগ করে দেওয়ার পাশাপাশি আগামীর বীজ বপন করা। এ ভারি অদ্ভুত খেলা, যেখানে পুরুষ তার সর্বশক্তি দিয়ে আগামীকে অভ্যর্থনা জানাতে থাকে। নারী কোন এক রক্তিম লজ্জায় তা বাধা দেয়। সংঘাত, আদিম নিলাম অতএব সৃষ্টি। মানুষের চোখেই তো যত কথা, যত আকর্ষণ সেখানে। চোখের ভাষাতেই হাজারো এক প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে থাকে। সৃষ্টির খেলায় মাততে থাকা বোষ্টম বোষ্টমীও বুঝতে পারেনা কখন তারা একে অপরের চোখের নিলামে উঠেছে। প্রদীপের আলো নিভে যায়, ঝড় উঠে দেহদ্বয়ের। একতারার সুরে বেজে ওঠে, তোমার চোখের আদিম নিলাম, দিলাম তোমায় রাইকমল। শিলাবৃষ্টি অতঃপর সৃষ্টি!

পুরুষদের তুলনায় কেন বেশি নারী মাইগ্রেনের সমস্যায় ভোগেন?

সারাহ বেল

অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকা, আর নিরবচ্ছিন্ন ব্যথা - যেন সেটা কপালের ভেতর ড্রিল করে ঢুকে যাচ্ছে, এটি মাইগ্রেনে ভোগা অনেক মানুষের কাছে অত্যন্ত পরিচিত এক অভিজ্ঞতা। সম্পর্ক, চাকরি ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে অক্ষম করে দেওয়ার মতো এই শারীরিক অবস্থা। এটি বিশেষভাবে নারীদের বেশি প্রভাবিত করে। পুরুষদের তুলনায় নারীদের মাইগ্রেন আক্রমণের ঝুঁকি তিন গুণ বেশি। কিন্তু মাইগ্রেনের আক্রমণ কেন হয় এবং এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কী করা যেতে পারে?

মাইগ্রেনের উপসর্গ কী? যুক্তরাজ্যের দাতব্য সংস্থা মাইগ্রেন ট্রাস্টের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রতি সাতজনের মধ্যে প্রায় একজন মাইগ্রেনে আক্রান্ত হন। সংখ্যাটি এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষের সমান। এটি একটি জিনগত ও স্নায়ুবিষয়ক অবস্থা, যা মস্তিষ্ককে পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তোলে।

যুক্তরাজ্যের দাতব্য সংস্থা ন্যাশনাল মাইগ্রেন সেন্টারের মাইগ্রেন বিশেষজ্ঞ ডা. ক্যাটি মনরো বলেন, কিছু মানুষ এই জিন বহন করলেও কখনও সেটি সক্রিয় হয় না এবং তারা 'কোনো সমস্যা ছাড়াই জীবন পার করে দেন'। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাহ্যিক কারণ মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু পথ সক্রিয় করে দিতে পারে। এর ফলে নিউরোকেমিক্যাল নিঃসৃত হয়, যা মাইগ্রেনের উপসর্গকে উদ্দীপিত করে। এর মধ্যে মাথাব্যথা থাকতে পারে, তবে বমি, মাথা ঘোরা এবং ব্রেন ফগও হতে পারে।

মাইগ্রেন নিয়ে "হেডস আপ" নামের একটি পডকাস্টের উপস্থাপক ডা. মনরো বলেন, 'কখনও মানুষের এক ধরনের উপসর্গ দেখা যায়, আবার পরেরবার তা কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও এটি ভিন্ন হতে পারে এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়েও এর পরিবর্তন হতে পারে।' কেবল একটি বিষয়ই যে ব্যথার শুরু করবে, এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। ছোট ছোট নানা কারণ জমতে জমতে একজন আক্রান্ত ব্যক্তির সহনসীমা অতিক্রম করতে পারে। এর মধ্যে থাকতে পারে হরমোনের পরিবর্তন, রক্তে শর্করার মাত্রার অনিয়ম এবং কম বা দীর্ঘস্থায়ী ঘুমের সমস্যা। মানসিক চাপ বড় ভূমিকা রাখে। তবে দীর্ঘ চাপের পর হঠাৎ শান্ত সময়ও একটি আক্রমণ শুরু করতে পারে। ডা. মনরো বলেন, নারীদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে দেখা যায়। 'পরিবারের সবকিছু সচল রাখা, একসঙ্গে অনেক কাজ সামলানো, পরিবারের সবার সময়সূচি দেখাশোনা করা, এগুলো প্রায়ই আমরা নারীরাই করে থাকি।' আবহাওয়ার পরিবর্তন, যেমন তাপমাত্রা, বায়ুচাপ এবং আর্দ্রতার পরিবর্তনও আক্রমণের কারণ হতে পারে। এটি হতে পারে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে শরীরের খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়ার কারণে, যেমন বায়ুচাপের পরিবর্তন, অথবা এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় যেমন পানিশূন্যতার কারণে। শরীরে আয়রনের স্বল্পতা, সিলিয়াক রোগ বা থাইরয়েডের কার্যকারিতা কমে যাওয়ার মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যাও মাইগ্রেনের কারণ হতে পারে। প্রসঙ্গত, সিলিয়াক রোগ একটি অটোইমিউন অবস্থা, যেখানে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্লুটেনের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়, যা কখনও কখনও ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষতি করে। হরমোনের প্রভাব কী? প্রায় ১০ শতাংশ শিশুর মাইগ্রেন হয় এবং এতে ছেলে ও মেয়ে সমানভাবে আক্রান্ত হয়। কিন্তু বয়ঃসন্ধিতে পরিস্থিতি বদলে যায়, যখন মেয়েদের মাসিক চক্র শুরু হয়। সাবেক জিপি (জেনারেল প্র্যাকটিশনার) ডা. মনরো বলেন, 'এটি এমন একটি কারণ, যার ফলে মেয়েরা সংখ্যায় এগিয়ে যায় এবং পুরুষদের তুলনায় বেশি নারী মাইগ্রেনে ভোগেন। আর মেনোপজ পর্যন্ত পুরো জীবনজুড়েই আমরা এটি দেখতে পাই।' হরমোনের ওঠানামা একটি বড় উদ্দীপক। আর মাসিক শুরুর ঠিক আগে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা হঠাৎ কমে যাওয়ার কারণে এই সময়ে আক্রমণ বিশেষভাবে কষ্টদায়ক হতে পারে। পেরিমেনোপজে, অর্থাৎ মাসিক পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার আগের রূপান্তর পর্যায়ে, হরমোনের দ্রুত পরিবর্তনও মাইগ্রেনকে আরও খারাপ করতে পারে। তিনি বলেন, 'হরমোন তখন পুরোপুরি এলোমেলো অবস্থায় থাকে। পেরিমেনোপজে মাইগ্রেন অনেক, অনেক নারীর জন্য বড় একটি সমস্যা।' তবে বিষয়টি শুধু হরমোনের নয়। তিনি বলেন, 'হতে পারে আপনি একদিকে কিশোর সন্তান, অন্যদিকে বয়স্ক বাবা-মায়ের দায়িত্ব একসঙ্গে সামলাচ্ছেন। আবার মেনোপজজনিত উপসর্গের কারণে হয়তো ঘুমও ভালো হচ্ছে না।' মেনোপজের পর হরমোনের মাত্রা তুলনামূলক স্থিতিশীল হয়ে যাওয়ায় আক্রমণের তীব্রতা ও সংখ্যা কমে আসতে পারে। কীভাবে বুঝবেন যে আপনার মাইগ্রেনের সমস্যা হচ্ছে? এটা সাধারণত চারটি ধাপে ঘটে। প্রথম ধাপটি হলো প্রোড্রোমাল বা পূর্বাভাস ধাপ, যখন মস্তিষ্কে পরিবর্তনগুলো জমতে শুরু করে। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে হাই তোলা, অতিরিক্ত ক্লান্তি বা ঘাড়ে ব্যথার মতো সতর্ক সংকেত দেখা যায়। পরবর্তী ধাপ হলো অরা, যা সাধারণত এক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এতে চোখের সামনে জিগজ্যাগ রেখা বা সাদা দাগের মতো দৃশ্যগত পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। এটি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রোগীর ক্ষেত্রে ঘটে। এর পর মাথাব্যথা বা প্রভাব পর্যায় শুরু হয়, যা চার ঘণ্টা থেকে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। কিছু মানুষের বমি বমি ভাব এবং বমিও হতে পারে। শেষ ধাপটি পোস্ট-ড্রোমাল বা "হ্যাংওভার" পর্যায় নামে পরিচিত, যা মাথাব্যথা অনেকটাই কমে যাওয়ার পর আরও এক বা দুই দিন স্থায়ী হতে পারে। ডা. মনরো বলেন, 'মনে হয় যেন আপনার ওপর দিয়ে একটি স্টিমরোলার চলে গেছে।'

'আপনি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছেন। আর এই সময়েই মানুষ সাধারণত কাজে ফিরে যায়, কিন্তু তখনও তারা পুরোপুরি স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না।' জীবনযাপনে কী পরিবর্তন আনলে মাইগ্রেন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে? প্রচলিতভাবে মাইগ্রেনে আক্রান্ত মানুষদের কফি বা চকলেটের মতো সম্ভাব্য উদ্দীপক খাবার এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু ডা. মনরো বলেন, এর পরিবর্তে যতটা সম্ভব নিয়মিত জীবনযাপন বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তিনি ব্যাখ্যা করেন, একজন "মাইগ্রেন গোয়েন্দা" হয়ে আক্রমণ স্পষ্ট হওয়ার আগের দুই বা তিন দিনে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল, তা খুঁজে দেখলে উপকার হতে পারে। কারণ তখন সেসব বিষয় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যায়। তবে, জীবন সবসময় পরিকল্পনামাফিক চলে না।

ডা. মনরো বলেন, 'আমরা কেউই নিখুঁত হতে পারি না। তাই অপরাধবোধে নিজেকে কষ্ট দেবেন না। আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন।' নিয়মিত খাবার খাওয়া এবং রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যেতে না দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে ভালো ঘুম নিশ্চিত করার চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব নিয়মিত একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও জেগে ওঠাও জরুরি।

ব্যায়াম সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি মাইগ্রেনের উদ্দীপক হতে পারে। তাই আক্রান্তদের দেখা উচিত তারা যথেষ্ট খাবার ও জল গ্রহণ করছেন কি না। ডা. মনরো বলেন, এ কারণেই সাপ্তাহিক ছুটির সময়টাকে ঝুঁকিপূর্ণ সময় হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। এ সময় আমরা এমন কী করি যা অন্য দিনের চেয়ে ভিন্ন? তিনি বলেন, 'হয়তো আপনি কাজ শেষ করতে তাড়াহুড়া করছেন। হয়তো সন্ধ্যায় একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং এমন এক গ্লাস ওয়াইন পান করছেন যা সপ্তাহের অন্য দিন পান করেন না। হয়তো একটু দেরিতে ঘুমাতে যাচ্ছেন।' 'ভাবতে হবে কী পরিবর্তিত হচ্ছে এবং কীভাবে সেটিকে আরও নিয়মিত করা যায়।' কোন কোন সাপ্লিমেন্ট ও ওষুধ সাহায্য করে? কার্যকর ওষুধ দিয়ে খুব দ্রুত মাইগ্রেনের আক্রমণের চিকিৎসা শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, অনেক মানুষ অপেক্ষা করেন, দেখার জন্য যে এটি খুব খারাপ আকার ধারণ করছে কি না। 'ততক্ষণে তুষারগোলার মতো এর প্রভাব এত বড় হয়ে যায় যে আপনি যা-ই করুন না কেন, তা আর থামাতে পারবেন না। শুরুতেই ওষুধ খেলে সেই তুষারগোলাকে থামিয়ে দেওয়া যায়।' ডা. মনরো বমি প্রতিরোধক একটি ট্যাবলেট এবং ব্যথানাশক, যেমন আইবুপ্রোফেন বা অ্যাসপিরিন বিবেচনা করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, প্যারাসিটামল তুলনামূলক কম কার্যকর। আর কোডিন ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক করেন, কারণ এটি মাথাব্যথা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

এ ছাড়া ট্রিপটানস নামে মাইগ্রেনের জন্য বিশেষ কিছু ওষুধ রয়েছে, যা চিকিৎসকেরা দিতে পারেন।

ম্যাগনেসিয়াম এবং ভিটামিন বি২-এর মতো কিছু সাপ্লিমেন্ট ব্যথার আক্রমণের সংখ্যা কমাতে সাহায্য করতে পারে বলে কিছু প্রমাণ রয়েছে বলে তিনি জানান।

যেসব নারী মাসিকের সময় মাইগ্রেনে ভোগেন, তারা প্রায়ই দেখেন যে গর্ভনিরোধক পিল হরমোনের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। আবার পেরিমেনোপজের সময় এইচআরটিও উপকারী হতে পারে। বিজ্ঞানীরা শনাক্ত করেছেন কোন নিউরোকেমিক্যালগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিজিআরপি নামে একটি পেপটাইড কিছু মানুষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এর প্রভাব প্রতিরোধ করার চিকিৎসাও রয়েছে। অন্যান্য চিকিৎসার মধ্যে বোটক্সও রয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি ব্যথা-সৃষ্টিকারী রাসায়নিকের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

এ ছাড়া আকুপাংচার, যোগব্যায়াম, তাই চি এবং ব্যথা উপশম থেরাপির মতো সামগ্রিক পদ্ধতিও উপকার করতে পারে। ডা. মনরো বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আরও তথ্য খোঁজা এবং নিজেকে সচেতন করা। তিনি বলেন, 'আশার অনেক কারণ রয়েছে। তাই হাল ছেড়ে দেবেন না এবং ভাববেন না যে আপনি সবকিছুই চেষ্টা করে ফেলেছেন, কারণ বাস্তবে তা নয়।'

মোবাইলে দেওয়া অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভাঙে? কী বিপদ ডেকে আনছেন শরীরে?

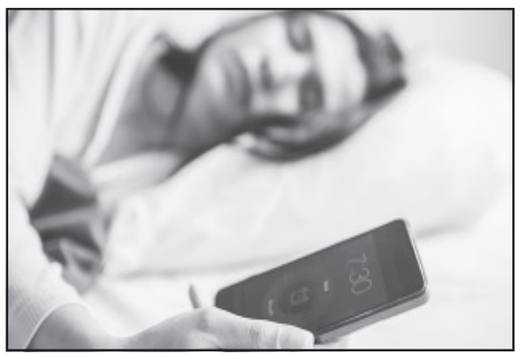

আলাদা করে আর অ্যালার্ম ক্লক নেই। মোবাইলেই অ্যালার্ম দিয়ে দেন। তাই সকালে ঘুম ভাঙে তার-ই শব্দে। আর চোখ খোলার আগেই হাতড়ান মোবাইল। আর এই অভ্যাসেই হার্টের বয়স বাড়ছে।

ঘুম ভাঙা মাত্র স্মার্টফোনের স্ক্রিনে চোখ রাখলে মানসিক চাপ বাড়তে থাকে। এটা হয়তো আপনি টেরও পান না। কিন্তু তৈরি হয় অ্যাংজাইটি। আর এখান থেকেই হার্টের লং টার্ম ক্ষতি হতে পারে।

অ্যালার্ম বাজা মাত্রই যে ঘুম ভেঙে যায় এমনটা নয়। ঘুম ভাঙলেও জেগে উঠতে সময় লাগে। অর্থাৎ শরীর স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে সময় নেই। আর ওই সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই কর্টিসল হরমোনের মাত্রা, হৃদস্পন্দন এবং রক্তচাপ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। শরীরের জৈবিক ঘড়ির এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটিকে 'মর্নিং সার্জ' বলে। আর ঠিক এই কারণেই অধিকাংশ হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের মতো ঘটনাগুলো সকাল ৬টা থেকে ১০টার মধ্যে ঘটে।

এই 'মর্নিং সার্জ'-এর সময়ে যদি কোনও কাজের মেল, উদ্বেগজনক ঘটনা দেখেন বা নোটিফিকেশন চেক করতে থাকেন, তখন আমাদের আমাদের স্নায়ুতন্ত্র সরাসরি "ফাইট অর ফ্লাইট" মোডে চলে যায়। এর ফলে শরীরে দ্রুত অ্যাড্রেনালিন হরমোনের ক্ষরণ ঘটে, রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় এবং রক্তনালি সঙ্কুচিত হয়ে যায়। অর্থাৎ ঘুম চোখে মোবাইল চেক করার অভ্যাস হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু একদিন ঘুম চোখে মোবাইল ঘাঁটলেই যে এই ক্ষতি হবে, তা নয়। যখন এটা অভ্যাসে পরিণত হবে, শরীর শান্ত হওয়ার সুযোগ পাবে না, তখনই বিপদ বাড়বে। তা ছাড়া সারাদিনের স্ট্রেস, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং অন্যান্য শারীরিক সমস্যা দোসর হয় এখানে।

হার্ট ভালো রাখতে এবং স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে রাখতে কী করবেন?

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মোবাইলে হাত দেবেন না। ঘুম থেকে ওঠার পর অন্তত ১৫ থেকে ২০ মিনিট মোবাইল থেকে দূরে থাকুন। ঘুম থেকে উঠে জল খান, সকালের কাজকর্ম সারুন। শরীরকে স্বাভাবিক ভাবে জাগার সময় টুকু দিন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোনও অ্যানালগ ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ঘুমোন। সকালে হালকা শরীরচর্চা করুন, যাতে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। ১. ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল দেখা কি ক্ষতিকর? হ্যাঁ, বিশেষ করে উদ্বেগজনক মেল, খবর বা নোটিফিকেশন দেখলে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। ২. 'মর্নিং সার্জ' কী? সকালে ঘুম ভাঙার পর কর্টিসল, হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়ার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে 'মর্নিং সার্জ' বলা হয়। ৩. সকালে মোবাইল দেখলে কি হার্ট অ্যাটাক হয়? শুধু সকালে মোবাইল দেখলেই হার্ট অ্যাটাক হয়এমনটা বলা যায় না। তবে নিয়মিত স্ট্রেস ও উদ্বেগ হৃদস্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ৪. ঘুম থেকে উঠে কতক্ষণ মোবাইল এড়ানো উচিত?

সম্ভব হলে অন্তত ১৫—২০ মিনিট মোবাইল থেকে দূরে থাকা ভালো। ৫. সকালে কী করলে হার্ট ভালো থাকবে? জল পান, সকালের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে হালকা শরীরচর্চা করা এবং কিছুটা সময় মোবাইল এড়িয়ে চলা উপকারী।

লোডশেডিংয়ে ফ্রিজ কতক্ষণ ঠান্ডা

লোডশেডিং হলে আমাদের ঘরের সক্রিয় ফ্রিজটি নিমেষেই একটি সাধারণ তাপ-নিরোধক বাক্সে পরিণত হয়। সচল অবস্থায় ফ্রিজের পেছনের কম্প্রেসর ভেতরের সব গরম বাতাস টেনে বের করে দেয় বলেই পেছনের অংশটি গরম থাকে। কিন্তু বিদ্যুৎ বন্ধ হলেই এই প্রক্রিয়া থেমে যায় এবং ঘরের বাইরের তাপ ধীরে ধীরে ফ্রিজের ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। বিদ্যুৎ ছাড়া একটি ফ্রিজ কতক্ষণ ঠান্ডা থাকবে, তা মূলত নির্ভর করে ভেতরে থাকা খাবারের পরিমাণের ওপর। একটি পূর্ণ ফ্রিজার বিদ্যুৎ ছাড়া প্রায় দুই দিন (৪৮ ঘণ্টা) পর্যন্ত খাবার বরফাবস্থায় ধরে রাখতে পারে।

ফ্রিজার দীর্ঘ সময় ঠান্ডা থাকার আসল রহস্য বাতাস কম থাকা নয়, বরং জমানো বরফ। বরফ গলে জলে পরিণত হতে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। খাবারের পরিমাণ: ফ্রিজারে যদি ১৫ কেজি জমাট বাঁধা খাবার থাকে (যার সিংহভাগই জল), তবে তা পুরোপুরি গলাতে প্রায় ৫০ লাখ জুল তাপশক্তির প্রয়োজন।

তাপ প্রবেশের গতি: ঘরের পরিবেশ থেকে ফ্রিজের দেয়াল ভেদ করে যদি প্রতি সেকেন্ডে ২৫ জুল তাপ ভেতরে প্রবেশ করে, তবে সেই ৫০ লাখ জুল তাপ শোষণ করতে সময় লাগবে প্রায় ২ লাখ সেকেন্ড। ২ লাখ সেকেন্ড অর্থাৎ প্রায় ৪৮ ঘণ্টা বা দুই দিনেরও বেশি সময়। ফ্রিজের ঠান্ডা ভাব দীর্ঘস্থায়ী করার কয়েকটি উপায় দরজা বন্ধ রাখা: বিদ্যুৎ না থাকলে ঘন ঘন ফ্রিজের দরজা খোলা থেকে বিরত থাকুন।

ফ্রিজার পূর্ণ রাখা: ফ্রিজার যতটা সম্ভব খাবারে পূর্ণ রাখুন। খালি জায়গা বেশি থাকলে বরফের তৈরি জলের বোতল রেখে দিতে পারেন। সাধারণ অংশ ও ফ্রিজার: নরমাল ফ্রিজ সাধারণত ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত খাবার ভালো রাখতে পারে, কিন্তু ডিপ ফ্রিজার বা ফ্রিজার অংশটি খাবারকে পুরো দুই দিন পর্যন্ত নিরাপদ রাখতে সক্ষম।

ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে চাঁদ, পৃথিবীর কী হবে?

বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী, পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব বর্তমানে প্রায় ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার। প্রতি বছর চাঁদ আরও প্রায় ৩.৭৮ সেন্টিমিটার দূরে সরে যাচ্ছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ পৃথিবীর মহাসাগরে তৈরি হওয়া জোয়ার-ভাটা এবং তার সঙ্গে যুক্ত ঘর্ষণ। রাতের আকাশে চাঁদকে দেখে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু মহাকাশের নিয়মে সেই চাঁদই ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এখনই অবশ্য এর প্রভাব নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তবে কোটি কোটি বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে পৃথিবীর দিন-রাত, জোয়ার-ভাটা, সূর্যগ্রহণ এমনকি জলবায়ুতেও বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে।

বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী, পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব বর্তমানে প্রায় ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার। প্রতি বছর চাঁদ আরও প্রায় ৩.৭৮ সেন্টিমিটার দূরে সরে যাচ্ছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ পৃথিবীর মহাসাগরে তৈরি হওয়া জোয়ার-ভাটা এবং তার সঙ্গে যুক্ত ঘর্ষণ। এই ঘর্ষণ পৃথিবীর ঘূর্ণনকে অত্যন্ত ধীরে ধীরে কমিয়ে দেয়। একই সঙ্গে পৃথিবীর ঘূর্ণন থেকে যে শক্তি ক্ষয় হয়, তার একটি অংশ চাঁদের কক্ষপথে যুক্ত হয়। ফলে চাঁদ আরও দূরের কক্ষপথে সরে যায়।

বাড়বে দিনের সময়

চাঁদের এই দূরে সরে যাওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর দিনের দৈর্ঘ্যেরও সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর হওয়ার ফলে দিন সামান্য করে দীর্ঘ হচ্ছে। বর্তমান হিসাবে প্রতি ১০০ বছরে দিনের দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৮ মিলিসেকেন্ড করে বাড়ছে। কোটি কোটি বছর আগের পৃথিবীর সঙ্গে আজকের পৃথিবীর তুলনা করলেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রায় ১৮০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর এক দিন ছিল আনুমানিক ১৮ ঘণ্টার। ভবিষ্যতে এই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকলে প্রায় ১০০ কোটি বছর পর একটি দিন প্রায় ২৭ ঘণ্টা দীর্ঘ হতে পারে। একই সময়ে চাঁদ পৃথিবী থেকে প্রায় ১০ শতাংশ দূরে সরে যেতে পারে।

জোয়ার-ভাটা কী হবে? চাঁদ দূরে সরে গেলে তার মহাকর্ষীয় প্রভাবও কমবে। ফলে পৃথিবীর সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার চরিত্র বদলে যেতে পারে। অনুমান অনুযায়ী, চাঁদের দূরত্ব যদি প্রায় ১০ শতাংশ বাড়ে, তাহলে জোয়ারের উচ্চতা প্রায় ২৫ শতাংশ কমতে পারে। এর প্রভাব শুধু সমুদ্রের পানিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। উপকূলীয় পরিবেশ, সামুদ্রিক প্রাণী এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রকেও দীর্ঘমেয়াদে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। হারিয়ে যেতে পারে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ চাঁদের দূরত্ব বাড়ার আরও একটি উল্লেখযোগ্য ফল হতে পারে সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে। বর্তমানে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে চাঁদ সূর্যকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিতে পারে বলেই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যায়।

কিন্তু চাঁদ ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকলে আকাশে তার আপাত আকারও ছোট হতে থাকবে। প্রায় ৬০ কোটি বছর পর এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যখন চাঁদ আর সূর্যের সম্পূর্ণ চাকতি ঢেকে রাখতে পারবে না। তখন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের পরিবর্তে পৃথিবী থেকে মূলত বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যেতে পারে।

বদলে যেতে পারে পৃথিবীর জলবায়ু সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের আশঙ্কা রয়েছে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের স্থিতিশীলতা নিয়ে। বর্তমানে চাঁদের মহাকর্ষ পৃথিবীর অক্ষের হেলনকে অনেকটাই স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। চাঁদ অনেক দূরে চলে গেলে সেই স্থিতিশীলতা দুর্বল হতে পারে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীর অক্ষের হেলন উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হলে ঋতুচক্র ও জলবায়ুতেও বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। এর ফলে পৃথিবীর পরিবেশ আজকের পরিচিত অবস্থার তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যেতে পারে।

প্রায় ১০০ কোটি বছর পর আরও বড় বিপদ চাঁদের দূরে সরে যাওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে সূর্যের বিবর্তনও পৃথিবীর জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানীদের মডেল অনুযায়ী, প্রায় ১০০ কোটি বছর পর সূর্যের উজ্জ্বলতা বর্তমানের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে। তার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে জলবায়ু ব্যবস্থায় ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং দীর্ঘ সময়ে মহাসাগরের জলও হারিয়ে যেতে পারে। সমুদ্রের জল না থাকলে জোয়ার-ভাটাজনিত ঘর্ষণ অনেকটাই কমে যাবে। ফলে চাঁদের দূরে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়াও ধীর হয়ে পড়তে পারে এবং পৃথিবীর দিনের দৈর্ঘ্য একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে স্থির হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

শেষ পরিণতি আরও ভয়াবহ

এরও কয়েকশো কোটি বছর পর সূর্য তার জীবনের শেষ পর্যায়ের দিকে এগোতে গিয়ে বিশাল আকার ধারণ করবে। তখন পৃথিবী ও চাঁদের অস্তিত্বই চরম বিপদের মুখে পড়বে। সূর্যের প্রচণ্ড তাপ পৃথিবীর পৃষ্ঠকে বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য করে তুলতে পারে। এমনকি শেষ পর্যন্ত পৃথিবী ও চাঁদ সূর্যের বাইরের স্তরের মধ্যে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

অবশ্য এই সব পরিবর্তন এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ঘটবে যে বর্তমান মানবসভ্যতার জীবদ্দশায় এর কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে না। অর্থাৎ, চাঁদ ধীরে ধীরে দূরে সরে গেলেও আজ বা আগামী কয়েক প্রজন্মের পৃথিবীতে তার জন্য কোনও বড় পরিবর্তন অপেক্ষা করছে না।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তুলে জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: সংগ্রঙমা পূজার রজতজয়ন্তী ব্রু রিয়াং সম্প্রদায়ের অটুট বিশ্বাস, স্বতন্ত্র পরিচয় ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। এই পূজা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পূর্বপুরুষের শিকড়, লোকবিশ্বাস ও প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজ শান্তিরবাজার মহকুমার মনুবাজার দখলসিং রিয়াং পাড়ায় ঐতিহ্যবাহী সংগ্রঙমা মন্দির প্রাঙ্গণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসন এবং ব্রু (রিয়াং) সংগ্রঙমা মথ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী ২৫তম রাজ্যভিত্তিক সংগ্রঙমা পূজা ও উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, এ ধরনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব ভারতের সমৃদ্ধ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। ব্রু সম্প্রদায়ের লোককথা, লোকগীতি, ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথাগত জ্ঞান নথিবদ্ধ করে ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরার অন্যতম জনজাতি জনগোষ্ঠী হিসেবে ব্রু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি রাজ্যের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তুলে জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি জনজাতি অংশের ছেলেমেয়েদের নবোদয়, একলব্যের মত বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি যুবক-যুবতীদের নেশা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে, সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার এবং বিশেষ করে টিবিমুক্ত ভারত গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্রু সম্প্রদায়ের কাস্কাউ খবা রিয়াং, রাই আমিঞ্জয় রিয়াং, ব্রু সংগ্রঙমা মথ-এর সভাপতি বীরেন্দ্র রিয়াং, বিএসএম-এর সভাপতি গ্যাব্রিয়েল রিয়াং, সমাজসেবী হরেন্দ্র রিয়াং সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। স্বাগত ভাষণ রাখেন ব্রু সংগ্রঙমা মথ-এর সাধারণ সম্পাদক খনারাম রিয়াং। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগ্রঙমা পূজা ও উৎসব কমিটির সভাপতি পানেন্দ্র রিয়াং। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিরা মেলা প্রাঙ্গণে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী স্টল ফিতা কেটে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করেন এবং সংগ্রঙমা দেবীর পূজার্চনায় অংশগ্রহণ করেন। দু'দিনব্যাপী এই উৎসবে রিয়াং সম্প্রদায় সহ বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠীর শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে।

সীমান্ত বাণিজ্য সহজ করতে বিলোনিয়ায় বিশেষ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ সেপ্টেম্বর: সীমান্ত বাণিজ্যকে আরও সহজ, স্বচ্ছ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে আজ এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং আগরতলা কাস্টমস ডিভিশন ও ভারত সরকারের রাজস্ব দপ্তরের সহযোগিতায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি, ত্রিপুরা কাস্টমস ডিভিশনের সহকারী কমিশনার সঞ্জীব কুমার চৌধুরী, বিলোনিয়ার মহকুমা শাসক দেবজ্যোতি রায়-সহ প্রশাসন ও কাস্টমস দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। পাশাপাশি সীমান্ত বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরাও কর্মশালায় অংশ নেন।সীমান্ত দিয়ে পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কাস্টমস সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম, প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া, বাণিজ্যিক সুবিধা এবং ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয় নিয়ে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সীমান্ত বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের জন্য প্রক্রিয়াগুলি কীভাবে আরও সহজ ও দ্রুত করা যায়, সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়।কর্মশালায় ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা আলোচনা করেন এবং কাস্টমস পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরেন। সীমান্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দ্রুত পরিষেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের হয়রানি কমানোর বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়।প্রশাসনের আশা, এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে সীমান্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে এবং আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া আরও সহজ হবে। এর ফলে দক্ষিণ ত্রিপুরায় সীমান্ত বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি জেলার সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও গতি আসবে।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA : TRIPURA

Notice Inviting e-Tender

PNIe-T-No: 15/EE/DIV-I/AMC/2026-27 **Dated: 08/09/2026**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Construction of open Gym adjacent to Tulsibati Girls Hoster, L.N. Bari Road Under Ward No-20, AMC **D.N.I.E.T No-46/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 11,03,119	Rs. 22,062	90 (Ninety) days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 14/09/2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 14-09-2026 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
PW Division-I
Agartala Municipal Corporation.

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA

Notice Inviting e-Tender

PNIe-T-No: 13/EE/DIV-III/AMC/2026-27 **Dated: 09/09/2026**

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works(S):-

Sl No.	Name of the Work	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion	Last time and date of Submission
1	Construction of RCC drain near Chiranjit Banik to east side Ramthakur College,under ward No.45, AMC No.31/EE/Div-III/AMC/2026-27.	Rs. 23,13,500.00	Rs. 46,270.00	120 Days	16/07/2026 At 15.00 Hrs
2	Construction of paver block road from H.O Jadu Gopal Das to H.O Chayan Acharjee via H.O Tinku Dey and Bapan Debnath at Dukli Bankumari, under ward No.45, AMC DNIeT No.32/EF/Div-III/AMC/2026-27.	Rs. 15,66,109.00	Rs. 31,322.00	90 Days	
3	Construction of paver block road from H.O Dhruba Das to Usha Bhowmik at Dukli Chandimata para, under ward No.45, AMC DNIeT No.33/EE/Div-III/AMC/2026-27	Rs. 9,71,149.00	Rs. 19,423.00	90 Days	

TIME AND DATE OF OPENING OF BID, IF POSSIBLE: 17-09-2026.

Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

TTAADC POLYTECHNIC INSTITUE, KHUMULWNG

Notification for Spot Round Lateral Entry Admission into 2nd Year (3rd Semester) of Diploma Engineering After ITI

Applications in prescribed Admission Form duly filled-in are invited from ITI pass-outs for Spot Round Lateral Entry Admission into 2nd Year (3rd Semester) of Diploma Engineering Programmes for Academic Session 2026-27 at TTAADC Polytechnic Institute, Khumulwng, West Tripura under Education (Higher) Department, Government of Tripura, to fill-up the vacant seats available after completion of admission process by the Central Selection Committee' 2026. Seats are available in: (i) Civil Engineering, (ii) Electrical Engineering, and (iii) Mechanical Engineering. The Counselling & Admission has been scheduled on 14/09/2026. For details, please visit Institute Website www.tpikhumulwng.edu.in.

Sd/- (Suraj Deb Barma)
Principal-in-charge
TTAADC Polytechnic Institute
Khumulwng, West Tripura

ICA/D-952/26

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসএফআই কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ, আইজিপির দ্বারস্থ সংগঠন

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসএফআই কর্মী ও সাধারণ পড়ুয়াদের উপর হামলার অভিযোগ তুলে ত্রিপুরা পুলিশের আইনশৃঙ্খলা বিভাগের আইজিপির কাছে ডেপুটেশন দিল স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (এসএফআই)-র ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। স্মারকলিপিতে এসএফআই অভিযোগ করেছে, গত প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে তাদের সংগঠনের কর্মীদের উপর একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটছে। চরিলাম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ভারতচন্দ্রনগর স্কুল, এমবিবি কলেজ, রামঠাকুর কলেজ, রামকৃষ্ণ কলেজ-সহ একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছে সংগঠনটি।

এসএফআইয়ের অভিযোগ, বেশ কয়েকটি ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা ও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে অভিযুক্তদের নাম ও ঠিকানাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে দাবি সংগঠনের। পুলিশের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এই বিলম্বের কারণে পড়ুয়াদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে বলেও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সংগঠনের দাবি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পড়ুয়াদের নিজেদের মতামত প্রকাশ, শান্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত হওয়া এবং ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে এসএফআই।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়েছে, বারবার হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলেও পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের নীরবতা এবং কথিত নিষ্ক্রিয়তা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক পরিবেশের উপর গুরুতর প্রভাব পড়ছে বলে দাবি সংগঠনের।এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার জন্য আইনশৃঙ্খলা বিভাগের আইজিপির কাছে আবেদন জানিয়েছে এসএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি।

উদয়পুরে আধুনিক জিম ও হ্যান্ডবল মাঠ তৈরির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ সেপ্টেম্বর: উদয়পুরের কীরিট বিক্রম ইনস্টিটিউশন (কেবিআই) স্কুল মাঠ সংলগ্ন জিম পরিদর্শন করে সেখানকার বর্তমান পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, জিমটির আরও উন্নয়নের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হয়।

দীর্ঘদিনের পুরনো এই জিম ঘরটি বর্তমানে স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের শরীরচর্চার অন্যতম পরিকাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে বর্তমান পরিকাঠামোর আরও উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। তাঁদের মতে, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শারীরিক সুস্থতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তুলতে আধুনিক জিমের মতো সামাজিক সুবিধাকেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয়দের প্রস্তাব, কেবিআই স্কুল মাঠ সংলগ্ন পুকুরের দক্ষিণ দিকের অংশে নতুন করে একটি অত্যাধুনিক জিম তৈরি করা যেতে পারে। পাশাপাশি, বর্তমানে থাকা জিম ঘরের অংশটি ব্যবহার করে পূর্ব দিকে একটি হ্যান্ডবল মাঠ তৈরি করা হলে খেলোয়াড়দের নিয়মিত অনুশীলনের সুযোগ তৈরি হবে।

উল্লেখ্য, উদয়পুরে হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের নিয়মিত অনুশীলনের জন্য নির্দিষ্ট মাঠের অভাব রয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরেই একটি উপযুক্ত হ্যান্ডবল মাঠের দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রেমীরা।

স্থানীয়দের দাবি, পরিকল্পিতভাবে জিমটি পুকুরের দক্ষিণ দিকে স্থানান্তর করে পূর্ব দিকে একটি হ্যান্ডবল মাঠ তৈরি করা হলে একই সঙ্গে শরীরচর্চা ও ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন সম্ভব হবে। এতে উদয়পুরের তরুণ প্রজন্ম উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের নিয়মিত প্রশিক্ষণের সুযোগও তৈরি হবে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: CO(SAF)/PNIT/01/2026-27.

Commandant, Special Armed Force, Agartala, Tripura West invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 1700 Hours on 07/10/2026 for the below noted work: -

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Maintenance of Special Armed Force Office building by plastering in inside & outside, woodwork in doors & 1 windows, painting inside and outside including water supply pipe & sanitary fittings etc. at A.D.Nagar, Agartala Agartala (DNIT No. CO(SAF)/DNIT/01/2026-27)	Rs. 9,74,972	Rs. 19,500	60(Sixty) days	Upto 1700 Hrs on 07/10/2026	At 1730 Hrs on 07/10/2026	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only through online at website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closed.

ICA/C-1911/26

(SHYAMANANDA SHARMA, TPS)
Commandant (SAF)
Tripura :: Agartala

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGACHOUMUHANI, TRIPURA (WEST)

Notice Inviting Tender No-35(2026-27)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of the Honorable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms /Agencies/ suppliers and appropriate class of **Electrical Enlistment** registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD/ Railway Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work:-

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost / Earnest Money	Time for Completion	Last date of Selling / Last Date of Receivin (Upto 3.00 PM)
1	Providing Supply & Installation of LED rope light including all accessories and circuit along with panel and supply & Installation of 100/100 Watt LED Street light Fittings and 8mtr PCC pole for beautification of Agartala City in Different location of Ward No-04 Under AMC.	Rs. 498325.00 / Rs. 9967.00	15(Fifteen) Days	15/09/2026 / 18/09/2026

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M. to 5.00 P.M. up to 15-09-2026.

(Er. Joydeb Chakraborty)
Executive Engineer (Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA

Notice Inviting e-Tender

PNIe-T-No: 12/EE/DIV-III/AMC/2026-27 **Dated: 07/09/2026**

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works(S):-

Sl No.	Name of the Work	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion	Last time and date of Submission
1	Construction of Pucca drain from H.O Haribal Debnath to H.O Mousumi Debnath at Amtali Adarsha para under ward No 50,AMC DNIeT No.22/EE/Div-III/AMC/2026-27.	Rs. 25,35,301.00	Rs. 50,706.00	120 Days	14/09/2026 At 15.00 Hrs
2	Construction of RCC drain culvert & CC road from H.o Paritosh deb to Rajesh Deb at Ashram para, under ward No.37, AMC DNIeT No.30/EE/Div-III/AMC/2026-27. DNIeT No.30/EE/Div-III/AMC/2026-27.	Rs. 6,43,434.	Rs. 12,869	90 Days	

TIME AND DATE OF OPENING OF BID, IF POSSIBLE: 15-09-2026.

Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

রাজ্যের অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে ল্যাপারোস্কোপিক টোটাল হিস্টেরেক্টমি সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকগণ নিয়মিত দায়িত্বশীলতার সাথে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা সহ বিভিন্ন অস্ত্রোপচার করছেন। এই হাসপাতালের সার্জারি ডিপার্টমেন্টে আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন জটিল সার্জারি পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ক্যান্সারের চিকিৎসায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছে রাজ্যের অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টার।সম্প্রতি রাজধানীর কুমারী টিলা এলাকার এক মহিলাকে (৪২) হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকগণ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে সুস্থ করে তুলেছেন। মহিলার মাসিকের সময় প্রচণ্ড ব্যথা, দীর্ঘস্থায়ী রক্তপাত, এবং তলপেটে একটি ভারি বস্তুর চাপের অনুভূতি ছিল। যার জন্য তিনি অনেক স্থানে গিয়ে চিকিৎসা করে ওষুধ গ্রহণ করেও ভালো হচ্ছিলেন না। পরিশেষে তিনি অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে চিকিৎসার জন্য যান। গত ২০ আগস্ট, ২০২৬ মহিলাকে হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। পরবর্তী সময় বহির্বিভাগে চিকিৎসকগণ মহিলার অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে সার্জারি ডিপার্টমেন্টে রেফার করেন।সার্জারি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকগণ মহিলার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আর এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই চিকিৎসকগণ মহিলার এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়া ক্যান্সারের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হন। যা, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করা সম্ভব বলে জানান চিকিৎসকগণ। এরপর মহিলাকে গত ৬ সেপ্টেম্বর সার্জারি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ভর্তি করানো হয়। এরপর দিন হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার সার্জন সাফল্যের সাথে মহিলার ল্যাপারোস্কোপিক টোটাল হিস্টেরেক্টমি অস্ত্রোপচার করেন। তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলে গতকাল হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকগণ পূর্বেও এই ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত মোট ১৫ জনের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সফলভাবে অস্ত্রোপচার করেছেন। এবারের এই রোগীর ক্ষেত্রেও আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সফল এই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়। রাজ্যের বাইরে না গিয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জটিল এই অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভ করায় মহিলার পরিবার পরিজনেরা অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

ব্রজপুরে মাদকদ্রব্য অপব্যবহার প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ সেপ্টেম্বর: আর্য যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলার ব্রজপুর হাই স্কুলে মাদকদ্রব্য অপব্যবহারের প্রতিরোধে সচেতনতা সভা ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার স্কুলের হল ঘরে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ছাত্র ছাত্রীরা। ভারত সরকার সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত সচেতনতা সভায় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক অরূপ কুমার দাস, বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, আর্য যুব কেন্দ্রের নির্মল চক্রবর্তী, সমাজসেবী বাপি দাস, শিক্ষক দিলীপ দেবনাথ, শিক্ষিকা সুজাতা ভট্টাচার্য প্রমুখ। সংস্থার প্রতিনিধি নির্মল চক্রবর্তী বলেন যুব শক্তির ওপর ভর করেই আমরা বিশ্ব গুরু হওয়ার স্বপ্ন দেখছি। নেশার করালগ্রাসে এই যুব শক্তি পঙ্গু হচ্ছে। আজকের ছাত্ররা একদিন এই সমাজের দায়িত্ব নেবে।তাই ছাত্র ছাত্রীদের নেশার ছোবল থেকে মুক্ত রাখতে সবাই মিলে কাজ করতে হবে। সমাজ সেবিকা বাপি দাস ছাত্র ছাত্রীদের মোবাইল ফোন থেকে দূরে সরে খেলার মাঠে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ বলেন শিক্ষক শিক্ষিকা এবং মা বাবার পরামর্শ মেনে চলতে হবে। রাষ্ট্র আমাদের শিক্ষা খাদ্য বাসস্থান চিকিৎসা সহ মৌলিক অধিকার দিচ্ছে। তাই রাষ্ট্রের সেবায় আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি নেশার করালগ্রাস থেকে মুক্ত থাকতে পারি তাহলেই একটি সমৃদ্ধ যুবশক্তি বৈভবশালী ভারত গড়ার কাজ করতে পারবে। সবশেষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

'কোনও শিশু যেন পড়াশোনা থেকে বাদ না যায়', সাক্ষরতার বার্তা নিয়ে উদয়পুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

উদয়পুর, ১০ সেপ্টেম্বর: ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' ও 'নবভারত' গঠনের লক্ষ্যে উল্লাস প্রকল্পের সাক্ষরতা কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে উদয়পুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'প্রতিটি শিশু শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবে, কোনও শিশু পড়াশোনা থেকে বাদ যাবে না'এই বার্তা সামনে রেখে রঙিন প্ল্যাকার্ড ও বিভিন্ন স্লোগানে সাজানো এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন মাতাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা।

এর পাশাপাশি মাতাবাড়ি বিআরসির বিআরপি এবং রাজনগর, মারিয়াগর্জীপি, কেসিপাড়া ও চন্দ্রপুর কলোনি সিআরসির সিআরপিরাও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আগে মাতাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে সাক্ষরতা সংক্রান্ত 'লার্নিং ফোর্টনাইট' কর্মসূচি নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাতাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত কুমার দেববর্মা।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি আশিস শীল, দক্ষিণ মাতাবাড়ি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শ্যামল পাল, গোমতী জেলার এনআইএলপি কো-অর্ডিনেটর রঞ্জিত দত্ত, মাতাবাড়ি ব্লক এনআইএলপি কো-অর্ডিনেটর প্রদীপ্ত সাহা, চন্দ্রপুর কলোনি সিআরসির সিআরপি অপুরাম সরকার, মাতাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক জ্যোতিষ দে-সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় আমন্ত্রিত অতিথিদের বৃক্ষে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে। এরপর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সচেতনতামূলক স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। 'নয়া ভারত, নয়া রশ্মি', 'সাক্ষর ভারত, সশক্ত ভারত', 'পড়েঙ্গে-লিখেঙ্গে, বাড়েঙ্গে', 'নয়া ভারত বানায়েঙ্গে'সহ বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শোভাযাত্রা।

উল্লেখ্য, উল্লাস সাক্ষরতা কার্যক্রমের আওতায় ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাক্ষিক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব ও সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এদিনের র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রঙিন প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মাতাবাড়ি ব্লক সংলগ্ন এলাকা এবং মাতাবাড়ি মন্দির চত্বর পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রত্যেক শিশু ও ব্যক্তিকে শিক্ষার আওতায় আনার পাশাপাশি সমাজে নিরক্ষরতা দূরীকরণের বার্তা তুলে ধরা হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উদয় পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া, এনআইএলপি গোমতী জেলা কো-অর্ডিনেটর রঞ্জিত দত্ত, চন্দ্রপুর কলোনির সিআরপি অপুরাম সরকার, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত কুমার দেববর্মা, প্রদীপ্ত সাহা, মল্লিকা মগ, লিটন দেবনাথ, অরূপ দেব, অর্পিতা মজুমদার, রামকৃষ্ণ দেবনাথ, সাহিদা আক্তার-সহ বিআরপি, সিআরপি এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শিক্ষার প্রসার ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সচেতন ও শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ত্রিপুরা সরকারের কঠোর পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে খাদ্য নিরাপত্তা ও মান আধিকারিক ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে রাজ্যজুড়ে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা, নিয়মিত নজরদারি, ব্যবসায়ীদের মধ্যে আইন মান্যতার মানসিকতা বৃদ্ধি এবং লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে একাধিক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এবং উপভোক্তাদের কাছে নিরাপদ ও গুণমানসম্পন্ন খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে চলতি অর্থ বছরে গৃহীত মূল কার্যক্রম ও সাফল্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ খাদ্য ব্যবসায়ীদের আইনি আওতায় আনতে রাজ্যজুড়ে ৬,৪৭৮টি ফুড রেজিস্ট্রেশন এবং ৭৫টি ফুড লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। মোট ২৪৬টি লাইসেন্স-পূর্ব ও পরবর্তী পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ২০১টি প্রতিষ্ঠান (৮১.৭) সম্পূর্ণরূপে এবং ৪০টি প্রতিষ্ঠান আংশিকভাবে মানদণ্ড পূরণ করেছে। এরমধ্যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মের দায়ে অযোগ্য প্রমাণিত করা হয়েছে। ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন ব্যবস্থার অধীনে ১৫০টি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়, যার মধ্যে দেখা যায় ৭০ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে চলছে। এছাড়া রাজ্যজুড়ে মোট ৫৩টি বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৪৭৮ জন খাদ্য ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা করা হয়, তাতে মোট ৩৭-৩৯টি (প্রায় ৮) অনিয়ম পাওয়া, এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য সামগ্রীর গুণমান ও মানদণ্ড পরীক্ষা করতে গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য মোট ৭৫৫টি সার্ভে নমুনা এবং ৯৯টি এনফোর্সমেন্ট নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে ল্যাবরেটরি রিপোর্ট অনুযায়ী যথাক্রমে ৮টি ও ১টি নমুনায় অনিয়ম পাওয়া যায়। এরমধ্যে একটি বন্ধের নোটিশ এবং একটি বিক্রি বন্ধের নোটিশ জারি করা হয়েছে, ৮৮টি প্রতিষ্ঠানকে সতর্কতামূলক উন্নয়নের জন্য নোটিশ (ইমপ্রোভমেন্ট নোটিশ) দেওয়া হয়েছে, ১১টি বাজেয়াপ্তকরণ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি মোট ১,৩১,৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। অন্যদিকে খাদ্যসামগ্রী তৈরি ও পরিবেশনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে রাজ্যজুড়ে ৫৯টি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এতে মোট ২,০০৮ জন খাদ্য ব্যবসায়ী ও স্ট্রিট ফুড ভেন্ডারকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্যের নিরাপদ ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জনগণকে নিরাপদ খাদ্য পরিবেশন সুনিশ্চিত করতে এবং ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে উৎসাহিত করার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও মান প্রশাসন এর উদ্যোগে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বার্ষিক পূজার দিনেই মন্দিরে

● আটের পাতার পর মন্দির চত্বরে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ভক্তরা। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। তবে পুলিশি ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসীর একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, মন্দিরে চুরির পর পুলিশকে জানানো হলেও যথাযথভাবে তদন্ত বা নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে মন্দির কমিটিকেই পাহারার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।পুলিশের এমন ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার ও নেশার টাকা জোগাড় করতে চুরির ঘটনা বাড়ছে। নেশার টাকা জোগাড়ের জন্য একাংশের নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি মন্দির, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনা ঘটাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, চুরির ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যেই তারা জামিনে মুক্ত হয়ে ফের একই ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে।স্থানীয়দের দাবি, মন্দিরে চুরির ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে হবে। পাশাপাশি বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় নেশা ও চুরি রুখতে পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ও ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কি না এবং চুরির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না, তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দশ দফা দাবিতে উদয়পুরে তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির প্রতিবাদ মিছিল

উদয়পুর, ১০ আগস্ট: : দশ দফা দাবিকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার উদয়পুরে প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির গোমতী জেলা কমিটি। এদিন সংগঠনের উদ্যোগে উদয়পুরের জামতলা এলাকা থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলে সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন।

জামতলা থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি সেন্ট্রাল রোড, পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড, মহাদেব দিঘির পাড়-সহ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে গোমতী জেলার জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করে দশ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্পাদক সুধন দাশ, দিলীপ দত্ত, নিখিল দাশ-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী-সমর্থকরা।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুধন দাশ বলেন, তপশিলী জাতি-সহ রাজ্যের সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তিনি ত্রিপুরায় তপশিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত লোকসভা আসনের সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি জানান।

পাশাপাশি গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প বা রেগায় শ্রমদিবস ও মজুরি বৃদ্ধি এবং টুয়েপি প্রকল্পেও শ্রমদিবস ও মজুরি বাড়ানোর দাবি জানান তিনি। প্রতিটি পরিবারকে ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রদান, দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকা সরকারি পদে দ্রুত নিয়োগ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাবিও তুলে ধরেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন সুধন দাশ। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে হাসপাতাল রয়েছে, রোগী রয়েছে, কিন্তু পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ ও পরিষেবার ঘাটতিও দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। একইভাবে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রী থাকলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই বলে অভিযোগ করেন তিনি। এর ফলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়েও সরব হন তিনি। তাঁর দাবি, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়েছে। সরকারের নীরবতার কারণেই সাধারণ মানুষ সমস্যার মধ্যে পড়েছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এদিনের মিছিল থেকে সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি দাবিগুলি দ্রুত পূরণ করা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

সরকারি চাকরিতে পিআরটিসি

● আটের পাতার পর অপব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিও তোলে প্রদেশ কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রেখে যোগ্য প্রার্থীদের সুযোগ দিতে হবে এবং দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগের অপেক্ষায় থাকা চাকরিপ্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিনের গণঅবস্থান কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর কংগ্রেস ভবন প্রাঙ্গণে দলীয় নেতা-কর্মী ও যুব কংগ্রেসের সদস্যদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দাবিগুলি দ্রুত কার্যকর না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার বার্তাও দেওয়া হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

১০ কেজির বেশি গাঁজা ও ইয়াবা

● আটের পাতার পর গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লালটিলা গ্রামে দুলাল হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির সময় তাঁর ঘর থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। এরপর বসতঘরের পাশে থাকা একটি কালো রঙের গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৭৬ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

অভিযানের পর বাড়ির মালিক দুলাল হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। একইসঙ্গে উদ্ধার হওয়া নেশাদ্রব্য এবং গাড়িটিও যাত্রাপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঘটনায় নেশাদ্রব্য পাচারের সঙ্গে দুলাল হোসেনের কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। এ ঘটনায় আইনানুগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০

● আটের পাতার পর সরবরাহ করছে। একই সঙ্গে রাজ্যে বিদ্যুতের কোনও ঘাটতি নেই বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, "এখন আর লোডশেডিং নেই।" তবে কোথাও কোথাও যে সাময়িক বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়, সেটিকে লোডশেডিং বলা ঠিক নয় বলে জানান তিনি।

বিদ্যুৎ পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে বড় প্রকল্পের কথাও ঘোষণা করেন মন্ত্রী। আগরতলা পুরনিগম এলাকার সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ পরিকাঠামো ধাপে ধাপে ভূগর্ভস্থ করা হবে। এই প্রকল্পে আনুমানিক ১,৫০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হবে। রতনলাল নাথ জানান, প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে এবং কাজের বরাতও দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহার উপস্থিতিতে ভূমিপুজোর মাধ্যমে শীঘ্রই কাজ শুরু হবে বলে জানান তিনি।

এদিন এডিবির প্রিন্সিপাল এনার্জি স্পেশালিস্ট জেমস কোলান্থারাজ বলেন, 'ক্লিন এনার্জি রোডম্যাপ ২০৩৫' শুধুমাত্র একটি সমীক্ষা বা রিপোর্ট নয়। এটি নবায়নযোগ্য শক্তির বিকাশ, শক্তি নিরাপত্তা এবং সবুজ কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে একটি বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।

তিনি জানান, ২০২৩ সালে ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে এই রোডম্যাপ তৈরির কাজ শুরু করে এডিবি। পরিচ্ছন্ন শক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় যুবসমাজ, মহিলা, কৃষক, উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে যুক্ত করে মানুষের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে টিএসইসিএল -এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশ্বজিৎ বসু জানান, বর্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ৩৮০ মেগাওয়াট। এর মধ্যে সীমান্তবর্তী বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে প্রায় ১৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৬০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ৫২০ মেগাওয়াট এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে তা প্রায় ৮০০ মেগাওয়াটে পৌঁছতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে।

পরিচ্ছন্ন শক্তির লক্ষ্যে ছাদে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্প্রসারণ, ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির পুনর্বাসন, হাইড্রোকাইনেটিক প্রকল্প, ৮০০ মেগাওয়াটের হাইড্রো পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্প, ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ এবং গ্রিন হাইড্রোজেনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার পরিকল্পনাও রয়েছে।

এর পাশাপাশি আগরতলার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে স্মার্ট গ্রিডে রূপান্তরের কাজ চলছে। এর আওতায় ভূগর্ভস্থ উচ্চ ও নিম্ন ভোল্টেজ কেবল, জিআইএস সাবস্টেশন, এসসিএডিএ ও এডিএমএস-সমন্বিত স্মার্ট গ্রিড নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র এবং ভূগর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গ্রিন স্কিলিং প্রোগ্রাম 'উন্নয়ন'-এর মাধ্যমে যুবক-যুবতী ও মহিলাদের সবুজ কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হবে। বিশেষ করে সৌরবিদ্যুতের বিভিন্ন আধুনিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে সফল অংশগ্রহণকারীদের ভারত সরকারের স্বীকৃত সংস্থার মাধ্যমে মূল্যায়ন ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে।

অনুষ্ঠানে নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য পিএম - এসজিএমবিওয়াই এবং পিএম-কুসুম -এর আওতায় তিনটি করে সংস্থাকে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ দফতরের সচিব অভিষেক সিং, অর্থ দফতরের সচিব পি. কে. গোয়েল, ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনের সিইও তড়িৎ কান্তি চাকমা, স্কিল ডেভেলপমেন্টের অধিকর্তা, এডিবি, টিএসইসিএল, টিপিজিএল, টিপিটিএল, টিআরইডিএ -সহ বিভিন্ন দফতর ও সংস্থার আধিকারিকরা।

মীমাংসা বৈঠকেই ছুরিকাঘাত, মূল অভিযুক্তের ৫ বছরের জেল

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: মীমাংসা বৈঠক চলাকালীন এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত করার মামলায় মূল অভিযুক্তকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর ঊনকোটি জেলার জেলা ও দায়রা জজ প্রকাশ কুমারের আদালত এই রায় ঘোষণা করে।

মামলার সরকারি আইনজীবী তথা ঊনকোটি জেলা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর সুনির্মল দেব জানান, ২০২২ সালের ৫ অক্টোবর ভোরে ফটিকরায় থানার অন্তর্গত শান্তির বাজারে রাতভর একটি অর্কেস্ট্রা অনুষ্ঠান দেখে প্রবীর দেববর্মা ও ছানিয়া দেববর্মা একসঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, মাঝপথে রিপন দেববর্মা, খোকন দেববর্মা ও ভয়েল দেববর্মা তাঁদের রাস্তা আটকে মারধর করেন।

পরবর্তীতে প্রবীর ও ছানিয়া ফটিকরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসা করান। ওইদিন সকাল ১০টা নাগাদ শান্তির বাজারের বাজার শেডে বিষয়টি মীমাংসার জন্য একটি বৈঠক বসে। বৈঠকে অন্যান্য বিচারকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হাসুকরাই দেববর্মা ও সুবেশ দেববর্মাও।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, মীমাংসা বৈঠক প্রায় শেষের দিকে আচমকাই হাসুকরাই দেববর্মা ও সুবেশ দেববর্মার মধ্যে বচসা শুরু হয়। একপর্যায়ে হাসুকরাই উত্তেজিত হয়ে সবার সামনে সুবেশ দেববর্মার পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন। গুরুতর রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সুবেশ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে ফটিকরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে প্রথমে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

ঘটনার পরদিন, ৬ অক্টোবর সুবেশ দেববর্মার ভাই রবি চাঁদ দেববর্মা ফটিকরায় থানায় হাসুকরাই দেববর্মা, ভয়েল দেববর্মা, খোকন দেববর্মা ও রিপন দেববর্মার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩২৬, ৩০৭ ও ৩৪ ধারায় মামলা গ্রহণ করে। পরে চার অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করা হয়। মামলার তদন্তকারী আধিকারিক বিপ্লব দেববর্মা ২০২২ সালের ৩১ অক্টোবর আদালতে চার্জশিট জমা দেন। দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে মামলার বিচারপ্রক্রিয়া চলে। আদালতে মোট ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। অবশেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঊনকোটি জেলার জেলা ও দায়রা জজ প্রকাশ কুমার চার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। মূল অভিযুক্ত হাসুকরাই দেববর্মাকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, রিপন দেববর্মা, ভয়েল দেববর্মা ও খোকন দেববর্মাকে এক বছরের শর্তাধীন সাজা দেওয়া হয়েছে।

বাবাকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা

● প্রথম পাতার পর বৈখোড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর খোকন চন্দ্র দাস ২০২৫ সালের ৩০ এপ্রিল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেন।

দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার পর বৃহস্পতিবার বিলোনিয়ার জেলা ও দায়রা আদালত চন্দ্র কুমার ত্রিপুরাকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(১) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে আদালত নির্দেশ দিয়েছে।

তিন মাস ধরে পানীয়

● প্রথম পাতার পর অভিযোগ, জল জীবন মিশনের প্রকল্পের কাজ চলাকালীন অত্যন্ত নিম্নমানের পাইপ ব্যবহার করা হয়েছিল। যার কারণে বর্তমানে সাধারণ মানুষকে সমস্যার মাশুল গুনতে হচ্ছে।

তাঁদের আরও অভিযোগ, লাইনের একটি অংশ মেরামত করার পর অন্য অংশ ফেটে যাচ্ছে। এর ফলে একদিকে জল অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহও ব্যাহত হচ্ছে।

বিক্ষোভ চলাকালীন মহিলারা পাম্প অপারেটর দেবাশীষ দেবনাথের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। অপারেটর জানান, বিষয়টি তিনি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধতন দপ্তরের নজরে আনবেন। দ্রুত পাইপের সমস্যা মেরামত করে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক করারও আশ্বাস দেন তিনি।

তবে অপারেটরের আশ্বাসের পরও পাম্প হাউসের চাবি নিজেদের হেফাজতেই রেখেছেন আন্দোলনকারী মহিলারা। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, দ্রুত পানীয় জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

হুমকি-ভয় দেখিয়ে বামেদের

● প্রথম পাতার পর জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে। তবে সিপিআই(এম) প্রার্থীরা এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলায় মানসিকভাবে প্রস্তুত রয়েছেন বলে জানান তিনি।

জিতেন্দ্র চৌধুরী আরও দাবি করেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে এ ধরনের "হুলিগানিজম" বরদাস্ত করা হবে না। তাঁর মতে, বর্তমানে এলাকায় একটি সুস্থ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

তিনি বলেন, ভয় দেখিয়ে বা হুমকি দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করা যাবে না। গণতন্ত্রেরই জয় হবে।

চুরির চেষ্টা

● প্রথম পাতার পর চালানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাগর দেবনাথকে আটক করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তের বাড়ি তিপানিয়া এলাকায়।

অভিযোগ রয়েছে, সাগর দেবনাথ এর আগেও একাধিক চুরির ঘটনায় জড়িত ছিল। পাশাপাশি আর.কে.পুর থানা এলাকায় সংঘটিত একটি বাইক চুরির ঘটনার সঙ্গেও তার যোগ থাকার অভিযোগ সামনে এসেছে। চুরির চেষ্টা ও গৃহস্বামীর উপর হামলার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আটক অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে আমতলী থানার পুলিশ। পাশাপাশি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ওঠা পুরনো অভিযোগগুলিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ভিলেজ ভোটে

● প্রথম পাতার পর শরিক। তবে প্রতিটি নির্বাচনে রাজনৈতিক কৌশল একরকম হয় না।

তিনি বলেন, এটি নির্বাচনী কৌশলের বিষয়। প্রতিটি নির্বাচনের নিজস্ব কৌশল থাকে। তাহলে কি আমি আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমার দল কী কৌশল নেবে, সেই কৌশল আগে থেকেই সিপিএম বা কংগ্রেসকে জানিয়ে দেব?

বিরোধী দলগুলির মনোনয়ন দাখিল নিয়েও সরব হন বিজেপির এই প্রবীণ নেতা। তাঁর প্রশ্ন, নির্দল প্রার্থীরা যদি মনোনয়ন জমা দিতে পারেন, তাহলে সিপিএম ও কংগ্রেস কেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থী দিতে পারল না? তাঁর দাবি, জনসমর্থনের অভাবেই বিরোধী দলগুলি আদিবাসী এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রার্থী দিতে পারেনি।

রতন লাল নাথ বলেন, নির্দল প্রার্থীরা যদি মনোনয়ন জমা দিতে পারেন, তাহলে সিপিএম ও কংগ্রেস পারল না কেন? আসলে তাদের জনসমর্থন নেই। আদিবাসী এলাকাগুলিতে তাদের অবস্থান কার্যত শূন্য।

মনোনয়ন দাখিলের সময়সীমা আরও বাড়ানো হলেও বিরোধী দলগুলি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় প্রার্থী দিতে পারত না বলেও দাবি করেন তিনি।

বৈঠকে অতিরিক্ত আসনে জমা দেওয়া মনোনয়ন প্রত্যাহার এবং জোটের প্রার্থীদের জয়ের লক্ষ্যে সাংগঠনিক প্রচারে সমন্বয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিজেপি ও তিপরা মথার নেতৃত্বের লক্ষ্য, যেখানে যে দলের প্রার্থী জোটের সমর্থন পাচ্ছেন, সেখানে অন্য শরিক দলের প্রার্থী না রেখে ভোট বিভাজন রোধ করা এবং সম্মিলিতভাবে প্রচার চালানো।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে বিজেপি-তিপরা মথার এই সমন্বয় আগামী দিনের রাজনৈতিক সমীকরণেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যৌতুকের দাবিতে নির্যাতনের অভিযোগ প্রশাসনের দ্বারস্থ গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর স্বামীর অত্যাচার, হুমকি এবং মিথ্যা অপবাদের অভিযোগ তুলে শান্তিরবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার থানায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রশাসনের কাছে ন্যায়বিচারের আবেদন জানান ওই গৃহবধূ। এখন তার অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে পুলিশ কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে।

মা হারালেন চিন্ময়

● প্রথম পাতার পর হবে বলে জানান তিনি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের উদ্ধৃত সূত্রের দাবি, ছেলের দীর্ঘদিনের বন্দিজীবনে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন সন্ধ্যা রানি। চিন্ময়ের অসুস্থতার খবর, বারবার জামিন প্রত্যাখ্যান এবং তাঁর জেল থেকে মুক্তি না পাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ আরও বেড়েছিল। সর্বশেষ জামিন শুনানিতে ছেলের মুক্তির বিষয়ে তিনি আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু জামিন না মেলায় তাঁর উদ্বেগ আরও তীব্র হয়। বুধবার চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে শর্তসাপেক্ষে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে অসুস্থ মায়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানায় তাঁর পরিবার। চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার তথা জেল ব্যবস্থাপনা কমিটির পদাধিকারবলে সভাপতি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিয়ার কাছে আবেদনটি জমা দেওয়া হয়।

তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিবারকে জানানো হয়, অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে কোনও বন্দিকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার বিধান নেই। বাংলাদেশের সংবাদপত্র সমকালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মাহবুবুল হক জানিয়েছেন, আত্মীয় অসুস্থ হলে প্যারোল দেওয়ার কোনও বিধান নেই। তবে কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু হলে প্যারোলের ব্যবস্থা রয়েছে। বিষয়টি পরিবারকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে।

রঞ্জন কুমার ধর বলেন, মায়ের শেষ ইচ্ছা ছিল অন্তত একবার নিজের চোখে চিন্ময়কে দেখা। সেই ইচ্ছা পূরণ করতেই ভাইয়ের প্যারোলের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, এই ক্ষেত্রে প্যারোলের কোনও সম্ভাবনা নেই।

বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বর্তমানে জেলেই রয়েছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুটি মামলায় তিনি জামিন পেলেও অন্য দুটি মামলার কারণে তাঁর মুক্তি আটকে রয়েছে।

গত ২৫ নভেম্বর ২০২৪ ঢাকায় গ্রেফতার করা হয় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে। পরদিন চট্টগ্রামের একটি আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে তাঁকে জেলে পাঠায়। ১১ ডিসেম্বর একই আদালত ফের তাঁর জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে।

তবে রবিবার বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার এবং বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের করা দুটি পৃথক জামিন আবেদনের শুনানি শেষে তাঁকে জামিন মঞ্জুর করে।

ই-রিক্সার ধাক্কায় স্বামীর বাইক

● প্রথম পাতার পর করে দ্রুত আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে গুরুতর আহত অন্তঃসত্ত্বা মহিলা আইজিএম হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুর্ঘটনার পর আহতদের ফেলে রেখে টমটম চালকের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

এই ঘটনায় থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত টমটম চালককে শনাক্ত করার পাশাপাশি দুর্ঘটনায় ব্যবহৃত টমটমটি আটক করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

'গণতন্ত্র ও ভোটের

● প্রথম পাতার পর রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। মূল লড়াই ছিল সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের দাবিকে কেন্দ্র করে।

মানিক সরকার বলেন, ষষ্ঠ তফসিলের সাংবিধানিক সুরক্ষা না থাকলে ভবিষ্যতে নেতৃত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেকোনও সময় এই ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়ার আশঙ্কা ছিল। সেই কারণেই বামফ্রন্ট সরকার ষষ্ঠ তফসিলের দাবিতে আন্দোলন ও রাজনৈতিক লড়াই চালিয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।

দীর্ঘ প্রায় দশ বছর পর রাজ্যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই নির্বাচন প্রসঙ্গেও শাসক দলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, প্রথম থেকেই বিজেপি ও তিপ্রা মথা ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা যাতে মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারেন, সেই চেষ্টা করা হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করেন, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দু'দিন রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় দখল করে রাখা হয়েছিল। এমনকি রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলার মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি করেন তিনি।

তবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সিপিআইএম প্রার্থীরা বহু কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দিতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানান মানিক সরকার। তাঁর দাবি, প্রায় ২,৪০০ কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে বাড়িঘরছাড়া অবস্থায় রয়েছেন এবং শাসক দলের কারণে তাঁরা নিজেদের গ্রামেও ঢুকতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেন তিনি।

যদিও গত দুই বছরে পরিস্থিতির অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে বলে দাবি করেন মানিক সরকার। এই পরিস্থিতিতে দলীয় প্রার্থী ও কর্মীদের ময়দান না ছাড়ার বার্তা দেন তিনি। সংগঠিতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই জোরদার করার আহ্বান জানান তিনি।

রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর প্রশ্ন, এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যে গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটাধিকার কোথায় রয়েছে? তাঁর অভিযোগ, বর্তমান সরকার ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রহসনে পরিণত করেছে।

তিনি বলেন, মানুষের ভোটাধিকার এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে রাজনৈতিক কর্মীদের আরও সক্রিয় হতে হবে। পাশাপাশি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের কৃষি, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও শ্রমিক স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন মানিক সরকার।

তিনি বলেন, ইচ্ছা করলেই রাজ্যে কৃষিজমির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয়। তাই বামফ্রন্ট সরকার একই জমিতে উৎপাদন বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছিল। এক ফসলি জমিতে দুই ফসল এবং দুই ফসলি জমিতে তিন ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।

রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেও বামফ্রন্ট সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বলে দাবি করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ত্রিপুরার বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বামফ্রন্ট সরকারের সময় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্যের চাহিদার তুলনায় বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং রাজ্যের চাহিদা পূরণের পর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বাংলাদেশে রপ্তানির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

শ্রমিকদের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা তুলে ধরে মানিক সরকার বলেন, তাঁদের সরকারের সময় প্রতি বছর শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হতো। শ্রম দপ্তর, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং মালিকপক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হতো বলে তিনি জানান।

ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই সমাবেশে চা শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা, শ্রমিক অধিকার এবং রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও বক্তব্য রাখেন বাম নেতৃত্ব। ধর্মনগরের এই সমাবেশকে ঘিরে এদিন বিপুল সংখ্যক বামপন্থী কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

গুয়াহাটিতে আন্তর্জাতিক ম্যারাথন ৭ ফেব্রুয়ারিতে

গুয়াহাটি থেকে ক্রীড়া প্রতিনিধি, ১০ সেপ্টেম্বর।। গুয়াহাটিকে বিশ্বের পর্যটন ও ক্রীড়ার মানচিত্রে পুনরায় এক উজ্জ্বল স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আগামী বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে গুয়াহাটি আন্তর্জাতিক ম্যারাথন। আজ, বৃহস্পতিবার হোটেল রেডিসনে ক্রিকেট কিংবদন্তি সুনীল মনোহর গাভাস্কারের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই ঘোষণা করেন। এই ম্যারাথনের প্রোমোটার হিসেবে থাকবে পিএমজি স্পোর্টস এলএলপি।

দেশ-বিদেশের ১২ হাজারেরও বেশি দৌড়বিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই ম্যারাথনের ঘোষণা করার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা ম্যারাথনের লোগোও আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন। জাঁকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানের পর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, ‘‘গুয়াহাটিতে আন্তর্জাতিক ম্যারাথন আয়োজন করা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। এর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে গুয়াহাটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে। এর ফলে ক্রীড়া পর্যটন, ফিটনেস প্রভৃতি ক্ষেত্রেও রাজ্যের বৃহত্তম শহরটি একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করবে। একই সঙ্গে পর্যটন ও ক্রীড়া রাজ্যে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আসবে।’’অন্যদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার বলেন, “দৌড়ের মধ্য দিয়ে সংহতি ও সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে ক্রীড়া, পর্যটন ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটে। এমন একটি মাধ্যমের সাহায্যে আসামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য গ্রহণকারী আসামের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রশংসার দাবিদার। সেই লক্ষ্যেই এই আন্তর্জাতিক ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হবে। এর মাধ্যমে গুয়াহাটিকে সমগ্র বিশ্বের আকর্ষণের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।” এমন সুপরিকল্পিত উদ্যোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মার ভূয়সী প্রশংসা করেন বিশিষ্ট ক্রিকেটার গাভাস্কার।আসাম পর্যটন উন্নয়ন নিগমকে মুখ্য সহযোগী হিসেবে নিয়ে আয়োজিত এই ম্যারাথনে সহযোগী হিসেবে থাকবে টপসেম সিমেন্টস লিমিটেড। মোট ১.২৫ কোটি টাকা পুরস্কারমূল্য সম্বলিত এই প্রতিযোগিতার প্রথম ‘বিব’ আজ মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হাতে তুলে দেন সুনীল গাভাস্কার। এর মধ্য দিয়েই ম্যারাথনে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়াও শুরু হয়।এই প্রতিযোগিতায় ৪২.১৯৫ কিলোমিটারের পূর্ণ ম্যারাথন ছাড়াও আরও চারটি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভাগগুলি হল হাফ ম্যারাথন, ১০ কিলোমিটার, ৫ কিলোমিটার এবং ১.৫ কিলোমিটারের ‘ফান রান’। আগামীকাল, শুক্রবার থেকে প্রতিযোগিতার ওয়েবসাইটে নিবন্ধন শুরু হবে।প্রতিযোগিতায় দেশ-বিদেশের মোট ১২,০০০ দৌড়বিদকে অংশগ্রহণ করানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ম্যারাথনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে রাখা হয়েছে ভারতের তারকা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পি. ভি. সিন্ধুকে।

ম্যারাথনটি জজ খেলপথার থেকে শুরু হয়ে গুয়াহাটির গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করবে। দৌড়বিদরা কামাখ্যা, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে নবনির্মিত কুমার ভাস্কর বর্মা সেতু দিয়ে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে আইআইটি পর্যন্ত যাবেন। এরপর একই পথ ধরে ফিরে এসে জজ খেলপথারেই ম্যারাথন শেষ হবে।এই ম্যারাথনকে একটি বার্ষিক আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-ইভেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের সবুজ সংকেত পাওয়া গেছে। ম্যারাথনটি গুয়াহাটির ঐতিহাসিক স্থানগুলির পাশাপাশি আসামের প্রাণস্পন্দন মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রকেও এই আয়োজনের অবিচ্ছেদ্য অংশীদার করে তুলবে।এই ম্যারাথনের রেস ডিরেক্টর হিসেবে থাকবেন অভিজ্ঞ রিচার্ড হান্টার। অন্যদিকে বিদেশের এলিট অ্যাথলেট কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন প্রাক্তন এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন সুনীতা গোদারা।

ম্যারাথনের রুট ও আয়োজনের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণের জন্য ইতিমধ্যেই বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের অভিজ্ঞ রেস কোর্স মেজারার, অস্ট্রেলিয়ার কিম ভিভিয়ান, গুয়াহাটি সফর করেছেন। তিনি ম্যারাথনের সম্পূর্ণ পথ অত্যন্ত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে গেছেন।

ক্রীড়া, পর্যটন, সংস্কৃতি ও ফিটনেসের এক অনন্য মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে এই আন্তর্জাতিক ম্যারাথন গুয়াহাটিকে বিশ্বমঞ্চে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেএমনই প্রত্যাশা আয়োজকদের।

Corrigendum

Please read the date of Submission of bid 23/09/2026 instead of 09/09/2026 in reference no. PNIET No. F.04/MMC/MNP/PNIT/2026-27/1057, dt. 08/09/2026.

Dy. Chief Executive Officer
Mohanpur Municipal Council Mohanpur, West Tripura

ICA/C-1905/26

প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার দোরগোড়ায় ব্লাড মাউথ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের তিনটি দিবসীয় দ্বিতীয় ম্যাচে টি আই টি গ্রাউন্ডে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। বৃষ্টির কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় দিন মিলিয়ে দুই দিনই ৫৮ ওভার করে খেলা সম্ভব হয়। বুধবার সকালে শুরু হওয়া এই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ৬২.৫ ওভারে ১৯৯ রানে অলআউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে অরিন্দম বর্মন সর্বোচ্চ ৬৮ এবং পল্লব দাস ৪৭ রান করেন। ব্লাড মাউথ ক্লাবের অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুরাসিং ২৩ রানে ৩টি এবং অমিত আলী ২৯ রানে ৩টি উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং মেরুদণ্ড ভেঙে দেন।জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসের লিড নেওয়ার একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৫৪ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৯৪ রান তুলেছে তারা। দলের পক্ষে সাহিল সুলতান ৪৭, আনন্দ ভৌমিক ৪৩ এবং বিক্রম কুমার দাস ৪১ রানের কার্যকর ইনিংস খেলেন। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষে বৈভব পাল ৩টি উইকেট পান। বর্তমানে ব্লাড মাউথ ক্লাব মাত্র ৫ রানে পিছিয়ে রয়েছে এবং হাতে রয়েছে আর ২ উইকেট। ক্রিজে অপরাজিত আছেন অমিত আলী ও দীপ্তনু চক্রবর্তী।

কুরাস জাতীয় আসরে ত্রিপুরার সাফল্য রৌপ্য পদক জয় জয়তিকা ও চ্যাংচুঙের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় আয়োজিত দশম সাব-জুনিয়র ন্যাশনাল কুরাশ প্রতিযোগিতায় উজ্জ্বল পারফর্ম করে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করলো দুই কৃতি খেলোয়াড় জয়তিকা দেবনাথ ও চ্যাংচুং মগ। গত ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লুধিয়ানার গুরু নানক স্পোর্টস স্টেডিয়ামে এই জাতীয় আসরটি অনুষ্ঠিত হয়। দেশের একাধিক হেভিওয়েট ও বড় রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে কড়া লড়াই চালিয়ে রাজ্যের ঝুলিতে দুটি রৌপ্য পদক এনে দেন তারা। দুই উদীয়মান তারকার এই সাফল্যে রাজ্য ক্রীড়ামহলে আনন্দের হাওয়া বয়ে এনেছে।

পদকজয়ী খেলোয়াড়রা রাজ্যে ফিরে এলে তাঁদের উষ্ণ সংবর্ধনা ও শুভকামনা জানানো হয়। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল. ডারলং এবং ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক চন্দন দেবনাথ জয়তিকা ও চ্যাংচুংকে অভিনন্দন জানান। ঘটনার প্রসঙ্গে ত্রিপুরা স্টেট অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য রাহুল ভট্টাচার্য জানান, আগামী দিনে জাতীয় স্তরে রাজ্য কুরাস খেলোয়াড়রা আরও ভালো ফল করবে। পাশাপাশি খেলোয়াড়দের মানোন্নয়নে গোমতী ও সাউথ পিলাক জেলায় শীঘ্রই দুটি নিয়মিত কুরাস কোচিং সেন্টার চালুর ঘোষণাও দেন তিনি।

১ উইকেটে রোমাঞ্চকর জয় চলমান সংঘের, ম্যাচের সেরা সুরজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। মেলঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনুষ্ঠিত এ ডিভিশন সুপার ফোর লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের এক রোমাঞ্চকর ম্যাচে মাত্র ১ উইকেটে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নিয়েছে চলমান সংঘ। দুই দিনব্যাপী এই ম্যাচের প্রথম দিন থেকেই বোলারদের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়, যেখানে প্রথম দিনেই পড়েছিল দুই দলের মোট ১৮টি উইকেট। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে ওল্ড প্লেয়ার্স ক্লাব (ওপিসি) ৩৭.৫ ওভারে ১২২ রান তুলে অলআউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে নবারুণ চক্রবর্তী ৩৯ এবং সাহিন জামান চৌধুরী ২৭ রান করেন। জবাবে চলমান সংঘের বোলারদের মধ্যে সুরজ কুমার দুর্দান্ত বোলিং করে ৬৪ রান দিয়ে ৫টি উইকেট তুলে নেন এবং অভিক পাল ১২ রানে নেন ২টি উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে চলমান সংঘ ১৩৫ রান সংগ্রহ করে অলআউট হয়, যেখানে অভিক পাল ৯২ বলে ৫১ রান এবং সিদ্ধার্থ দেবনাথ ৫১ বলে ৩৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। ওপিসির বোলার পৌরুষ মিশ্র ২৬ রান দিয়ে ৬টি উইকেট নিয়ে চলমানের ব্যাটিং অর্ডারে ধস নামান। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাটারদের চরম ব্যর্থতা বজায় থাকে; ওপিসি দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১১২ রানেই গুটিয়ে যায়। জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তাড়া করতে গিয়ে চরম উত্তেজনার মুখোমুখি হয় চলমান সংঘ। ৩৩.২ ওভারে ৯ উইকেটে ৯৮ রান তুলে অলআউট হওয়ার মুখ থেকে মাত্র ১ উইকেটের অবিস্মরণীয় জয় জয় করে নেয় দলটি। দুই ইনিংসে অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্য দেখিয়ে ম্যাচের সেরা বা ’’প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ”-এর খেতাব অর্জন করেন চলমান সংঘের সুরজ কুমার।

১৩ বছর পর দিলীপ ট্রফির নতুন রাজা ইস্ট জোন, অধিনায়ক ঈশানের ব্যাটে ইতিহাস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। দীর্ঘ ১৩ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ঐতিহাসিক দিলীপ ট্রফির খেতাব জয় করল ইস্ট জোন। চেন্নাইয়ের এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে আয়োজিত ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলকে (সাউথ জোন) হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো পূর্বাঞ্চল। প্রথম ইনিংসে ইস্ট জোনের পাহাড়প্রমাণ স্কোর এবং প্রাপ্ত ৩৭২ রানের বিশাল লিডই মূলত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথম ইনিংসে ইস্ট জোন তুলেছিল ৭০৮ রানের বিশাল স্কোর। জবাবে সাউথ জোনের প্রথম ইনিংস ৩৩৬ রানেই গুটিয়ে যায়, যেখানে ইস্ট জোনের হয়ে মুকেশ কুমার তিনটি এবং মহম্মদ শামি ও কওনাইন কুরেশি দুটি করে উইকেট পান। ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত বা ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে অর্জিত বিশাল লিডের সুবাদেই ইস্ট জোনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ইস্ট জোনের এই অবিস্মরণীয় জয়ের কাণ্ডারি ছিলেন দলের অধিনায়ক ঈশান কিষাণ। প্রথম ইনিংসে ৩৩৪ বলে ২৭০ রানের এক বিধ্বংসী ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকান তিনি, যেখানে কুমার কুশাগ্রও (১০১) চমৎকার শতক উপহার দেন। প্রথম ইনিংসে ৩৭২ রানে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাটারদের আধিপত্য বজায় থাকে। ঈশানের ৮০ রান এবং কওনাইন কুরেশির অপরাজিত ১১৬ রানের বদৌলতে ইস্ট জোন ৭ উইকেটে ৩৮৮ রান তোলার পর উভয় দল ড্রয়ে সম্মত হয়। ব্যাট হাতে জোড়া ইনিংসে ৩৫০ রান সংগ্রাহক ঈশান কিষাণ ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পান। ব্যাটে-বলে অনন্য সমন্বয় দেখিয়ে ২০১৩ সালের পর ফের ঘরোয়া ক্রিকেটের এই সম্মানজনক ট্রফি ঘরে তুলল পূর্বাঞ্চলের দল।

বুলেটসকে বিদ্ধ করে দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেল ব্লাড মাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। সিনিয়র ক্লাবলীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে আরও একবার নাইন বুলেটসকে পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিল পয়েন্টের তালিকায় অনেকটা নিচে থাকা ব্লাড মাউথ ক্লাব। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে চলছে এখন শ্যামসুন্দর জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। চলতি এই টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার একমাত্র ম্যাচে মুখোমুখি হয় নাইন বুলেটস ক্লাব ও ব্লাড মাউথ। উভয় দলই এদিন নিজেদের চতুর্থ ম্যাচটি খেলতে নামে। নাইন বুলেটস গত তিন ম্যাচে এবং প্রতিপক্ষ ব্লাড মাউথ ৩ পয়েন্ট হাতে নিয়ে এদিন পরস্পরের মুখোমুখি হয়। লক্ষ্য ছিল অবশ্যই একটা, ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়া। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত দেখাতে সক্ষম হল ব্লাডমাউথের ফুটবলাররা। দিনের নৈশকালীন ম্যাচে ব্লাড মাউথ ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ নাইন বুলেটসকে। তবে ম্যাচের প্রথম অর্ধেই ব্লাডের ফুটবলাররা পরপর দুটি গোল করে চালকের আসনে বসে যায়। তখন মনে হয়েছিল বড় ব্যবধানে এদিন ব্লাড মাউথ পরাজিত করতে চলেছে নাইন বুলেটসকে। কিন্তু প্রথমার্ধের লড়াই ধরে রাখতে পারেনি ব্লাড মাউথের ফুটবলাররা। দ্বিতীয়ার্ধে বুলেটস একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। ম্যাচের ২১ মিনিটের মাথায় পি ভূঁইয়া প্রথম গোল করে এগিয়ে দেয় ব্লাড মাউথকে।তা পরিশোধ করার জন্য বুলেটসের ফুটবলাররা পাল্টা আক্রমণ গড়ে তোলার আগেই ৭ মিনিটের ব্যবধানে ভূঁইয়া আরও একটি গোল করে কার্যত দলকে জয়ের আসনে বসিয়ে দেয়। যা প্রথমার্ধের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বহাল থাকে। বিরতির পর ব্লাড মাউথ যেমন ব্যবধান বাড়ানোর চেষ্টা চালায়, ঠিক তেমনি প্রতিপক্ষ নাইন বুলেট ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করে। অবশেষে ম্যাচের ৬২ মিনিটের মাথায় কে এইচ শিং বুলেটসের পক্ষে একমাত্র গোলটি করে ব্যবধান খানিকটা কমিয়ে আনে। যা শেষ সময় পর্যন্ত বহাল থাকায় ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট নিয়েই ব্লাডমাউথ মাঠ ছাড়ে। আর তাদের এই জয়ে নাইন বুলের চলতি এই টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় পরাজয়ের মুখ দেখে। দুই দলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি তাপস দেবনাথ।

চালকের আসনে জয়নগর ক্লাব বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ১০৬ রানে এগিয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে সংহতি ক্লাবের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানে পৌঁছেছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই তিন দিবসীয় ম্যাচের প্রথম দুই দিন বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে মাত্র ৬৪ ওভার খেলা সম্ভব হয়েছে। বুধবার নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই ঘণ্টা দেরিতে বেলা ১১টায় খেলা শুরু হলে টসে জিতে সংহতি ক্লাবকে আগে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় জয়নগর। ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, সানি সিং ও নীতিশ কুমার সাহানির নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে পড়ে সংহতি ক্লাবের প্রথম ইনিংস মাত্র ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে রিমন সাহা সর্বোচ্চ ২৪ রান করেন। জয়নগরের পক্ষে ইন্দ্রজিৎ ও নীতিশ ২টি করে উইকেট নেন। প্রথম দিন শেষে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব বিনা উইকেটে ৯ রান সংগ্রহ করে।

বৃহস্পতিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ব্যাটিংয়ে নেমে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব তাদের আধিপত্য বজায় রাখে। দিনের খেলা শেষে ৩৪.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান তুলে নিয়েছে তারা। ফলে প্রথম ইনিংসের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ১০৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড পেয়ে গেছে জয়নগর। দলের এই রানের পাহাড় গড়তে মূল ভূমিকা নেন ওপেনার ঋতুরাজ ঘোষ রায়। তিনি ১২টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে ৯০ বলে ৯৬ রান করে অপরাজিত রয়েছেন। অন্য ওপেনার অর্কপ্রভ সিনহা করেন ৩৬ রান এবং অধিনায়ক রজত দে মাত্র ২৮ বলে ৩৭ রানের এক ঝড়ো অপরাজিত ইনিংস উপহার দেন। সংহতি ক্লাবের হয়ে অনিরুদ্ধ দাস ও দীপাঞ্জন দাস ১টি করে উইকেট নেন। হাতে এখনও ৮ উইকেট বাকি থাকায় ম্যাচের শেষ দিনে জয়নগর ক্লাব নিজেদের শক্ত অবস্থান আরও পোক্ত করার লক্ষ্যে মাঠে নামবে।

ইনিংসসহ বিশাল জয় কসমোপলিটনের লক্ষয়-এর ১৫৭*, ম্যাচসেরা অর্কজিৎ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত এ ডিভিশন সুপার ফোর লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে কসমোপলিটন ক্লাব। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি (পিটিএ) গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী লাল বলের ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি-কে ইনিংস ও ১১৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। ম্যাচের প্রথম দিন সকাল ৯টায় খেলা শুরু হওয়ার পর থেকেই বোলারদের দাপট দেখা যায়, যেখানে প্রথম দিনেই দুই দল মিলিয়ে পড়ে মোট ১৮টি উইকেট। টসে হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটনের অধিনায়ক শংকর পালের বিধ্বংসী বোলিংয়ের (৫/২৬) সামনে মাত্র ৫৫ রানে গুটিয়ে যায় ইউনাইটেড বিএসটি। জবাব দিতে নেমে কসমোপলিটনের লক্ষয় কুমার (১৬৫ বল) দলের হয়ে অপরাজিত ১৫৭ রানের চোখধাঁধানো শতক এবং অমরেশ দাস (৬২ বল) ৫৪ রানের কার্যকর ইনিংস খেলেন। দলটির দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ইউনাইটেড বিএসটির অধিনায়ক অভিষেক কৃষ্ণ শ্রীবাস্তব ৫টি উইকেট নিলেও তা কসমোপলিটনকে বড় লিড নেওয়া থেকে আটকাতে পারেনি। দ্বিতীয় দিনে ৮ উইকেটে ৩১৭ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে কসমোপলিটন ক্লাব। ফলে প্রথম ইনিংসে বিশাল ব্যবধানে পিছিয়ে পড়া ইউনাইটেড বিএসটি তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটনের বোলিং আক্রমণের মুখে পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। ৪৯ ওভারে মাত্র ১৪৮ রানে অলআউট হয়ে যায় পুরো দল। ইউনাইটেডের পক্ষে সন্তোষ গোস্বামী সান্ত্বনাদায়ক ৩৭ রান করলেও তা দলের বড় পরাজয় এড়াতে যথেষ্ট ছিল না। দ্বিতীয় ইনিংসে কসমোপলিটনের হয়ে ২২ ওভারে ৪৫ রান দিয়ে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন অর্কজিৎ রায়। দুই ইনিংস মিলিয়ে বল হাতে চমৎকার সুইং ও নিয়ন্ত্রণ দেখানোর পাশাপাশি দলের জয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে অর্কজিৎ রায়কেই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত করা হয়।

মেসি—লেভানডফস্কির উত্তাপ টের পেল যুক্তরাষ্ট্র

ম্যাচের আগেই উত্তাপ টের পেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। লিওনেল মেসি বনাম রবার্ট লেভানডফস্কির ম্যাচ বলে কথা! ইউরোপিয়ান ফুটবলে বছরের পর বছর রাজত্ব করা দুই তারকার লড়াই দেখতে সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে সে কারণেই ভিড় জমিয়েছিলেন রেকর্ডসংখ্যক দর্শক।মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে শিকাগোর এ স্টেডিয়ামে ৬৩ হাজার ৯৪ জন দর্শকের সামনে মুখোমুখি হয় ইন্টার মায়ামি ও শিকাগো ফায়ার।এই ম্যাচে ভেঙেছে গত মৌসুমে এই দুই দলের লড়াইয়েই সর্বোচ্চ দর্শক উপস্থিতির রেকর্ড। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুই দলের সমর্থকদেরই খুশি থাকার কথা। ম্যাচে যে কেউ জেতেনি, ড্র হয়েছে ১-১ গোলে এবং গোলে অবদান রেখেছেন মেসি-লেভানডফস্কি।ফায়ারের ঘরের মাঠে শুরু’র গল্পটা লেভানডফস্কির। ১০ মিনিটেই শিকাগোকে এগিয়ে দেন পোলিশ কিংবদন্তি। এক গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ফায়ার। বিরতির পর ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে সফলও হয় মায়ামি। মেসির নিখুঁত কর্নার থেকে হেডে গোল করেন কাসেমিরো।কাসেমিরোর গোলটিতে সহায়তা করে চলতি মৌসুমে মেসির অ্যাসিস্ট (গোল করানো) দাঁড়াল ১৩টি। পাশাপাশি ১৮টি গোলও করেছেন। তাতে এমএলএসের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে তিনটি আলাদা মৌসুমে ৩০টির বেশি গোলে অবদান রাখার কীর্তিও গড়লেন মেসি।ম্যাচে শেষ দিকে জয়ের সুযোগ তৈরি করেছিল মায়ামি। কিন্তু শিকাগো ফায়ারের গোলরক্ষক ক্রিস ব্র্যাডি মায়ামির সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়ান। পুরো ম্যাচেই দারুণ খেলে ছয়টি সেভ করেন।ম্যাচ শেষে শিকাগোর গোলরক্ষককে কৃতিত্ব দিলেন মায়ামি কোচ গিলের্মো হয়োস, ‘আক্রমণভাগ নিয়ে কোনো সমস্যাই ছিল না। আমার কাছে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় তাদের গোলরক্ষক।’হয়োস আরও বলেন, ‘আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে সুযোগ তৈরি করেছি। কিন্তু তাদের গোলরক্ষক নিজের কাজটা খুব ভালোভাবে করেছে। ছেলেরা খুব ভালো খেলেছে, আমি বলব অসাধারণই খেলেছে। শুধু আমাদের প্রাপ্য ফলটা পাওয়া হয়নি।’এই ড্রয়ে দ্বিতীয় মায়ামি শীর্ষে থাকা ন্যাশভিল এসসির চেয়ে ৯ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ল। ২৪ ম্যাচে ন্যাশভিলের পয়েন্ট ৫৩, মায়ামির ৪৪। মায়ামির ম্যাচের আগে টরন্টো এফসির কাছে ন্যাশভিল হেরে যাওয়ায় ব্যবধান কমানোর বড় সুযোগ ছিল মেসিদের সামনে। সেটি কাজে লাগাতে পারেনি তারা। ১৩ সেপ্টেম্বর ন্যাশভিলের বিপক্ষেই মাঠে নামবে মায়ামি। সেই ম্যাচটাও মায়ামির জন্য সহজ হবে না।কারণ, মেসি ও মায়ামির জন্য সময়টা কঠিনই যাচ্ছে।

ক্রিকেটারদের ভাবা হল ‘উদ্বাস্তু’! হোটেলের বাইরে মুখোশধারীদের বিক্ষোভ

পাকিস্তানের বড়দের দল যখন ইংল্যান্ডের মাটিতে বার বার লজ্জায় পড়ছে, তখনই বিতর্ক পাকিস্তানের আর এক দলকে ঘিরে। পাকিস্তানের অনূর্ধ-১৯ দলের ক্রিকেটারদের ‘উদ্বাস্তু’ ভেবে বসেন একদল মানুষ। তাঁরা যে হোটেলে রয়েছেন, সেই হোটেলের বাইরে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। এই ঘটনায় তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথে খেলতে গিয়েছেন পাকিস্তানের অনূর্ধ-১৯ দলের ক্রিকেটারেরা। সেখানেই তাঁদের ‘উদ্বাস্তু’ ভেবে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়েরা। খেলতে গিয়ে ম্যারিয়ট হোটেলে রয়েছেন ক্রিকেটারেরা। হোটেলের বাইরে প্রায় ৪০ জন জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের প্রত্যেকের মুখ ঢাকা ছিল। ক্রিকেটারদের হোটেল থেকে বার করার দাবি জানাতে থাকেন তাঁরা।স্থানীয় প্রশাসক জর্জ ম্যাডউইকের কাছে খবর যায়। তিনি সেখানে পৌঁছে হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন। জানতে পারেন, যাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ হচ্ছে, তাঁরা প্রত্যেকে পাকিস্তানের ক্রিকেটার। দলের কোচের কাছে ক্রিকেটারদের নথিও খতিয়ে দেখেন জর্জ। তাঁর হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ থামে।এই প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের সংবাদপত্র ‘দ্য গার্ডিয়ান’-কে জর্জ বলেন, ‘‘আমি সব খতিয়ে দেখার পর বিক্ষোভকারীদের বলি, আপনারা ভুল করছেন। সব কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষোভকারীরা সেখান থেকে চলে যান। আর কোনও সমস্যা হয়নি।’’কিন্তু কেন ক্রিকেটারদের ‘উদ্বাস্তু’ ভেবে ভুল করলেন স্থানীয়েরা। জানা গিয়েছে, যে গাড়িতে করে তাঁদের হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই গাড়িতে সাধারণত উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্ট আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই কারণেই স্থানীয়েরা ভুল ভেবেছিলেন। তাই বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।উদ্বাস্তু-বিতর্কে জেরবার পোর্টসমাউথ। কয়েক দিন আগেই ফ্রান্স থেকে নৌকায় শ’য়ে শ’য়ে মানুষ সেখানে যান। রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষও হয়েছে। ফলে পুরো শহরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত। এই পরিস্থিতিতে সেখানে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্ক তৈরি হল।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন, এগিয়ে তিপরা মথা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় ১১৪৮ আসনে

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর : আসন্ন ত্রিপুরা ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচন ২০২৬-কে ঘিরে বড়সড় সাফল্যের দাবি করল তিপ্রা মথা পার্টি। রাজ্যের মোট ৪,৫৯৭টি ভিলেজ কমিটি আসনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ১,১৪৮টি আসনে তিপরা মথার প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। স্ক্রুটিনি পর্বের পর দলভিত্তিক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত আসনের হিসেবের ভিত্তিতেই এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

দলের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, মোট আসনের প্রায় ২৫ শতাংশেই তিপরা মথার প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। খোয়াই, সিপাহীজলা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় তিপ্রা মথার প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

খোয়াই জেলায় তিপরা মথার প্রার্থীরা মোট ৩১৮টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। এর মধ্যে পদ্মবিলে ১০৪টি, তুলাশিখরে ৮২টি, মুঙ্গিয়াকামিতে ৬৭টি এবং কল্যাণপুরে ৩৭টি আসন রয়েছে।

সিপাহীজলা জেলায় তিপরা মথার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের সংখ্যা ২৬৩টি। এর মধ্যে শুধু জম্পুইজালাতেই ২১২টি এবং চরিলামে ৩৫টি আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

অন্যদিকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় তিপরা মথার প্রার্থীরা মোট ৩৯১টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। এর মধ্যে হেজামারায় ১৪৯টি, বেলবাড়িতে ১০৯টি, মান্দাইয়ে ৯১টি এবং লেফুঙ্গায় ৮০টি আসন রয়েছে। এছাড়াও গোমতী, ধলাই, দক্ষিণ ত্রিপুরা-সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও তিপ্রা মথার প্রার্থীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়েছেন। ব্লকভিত্তিক হিসাবে সবচেয়ে বেশি ২১২টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় জম্পুইজালায়। এরপর হেজামারা ১৪৯ এবং পদ্মবিল ১০৪ আসন নিয়ে রয়েছে।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, তালিকাভুক্ত আসনগুলির মধ্যে মোট ১,১৭৯টি আসনে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকছে না। এর মধ্যে বিজেপির দখলে রয়েছে ৩১টি আসন এবং বাকি ১,১৪৮টি আসনে তিপ্রা মথার প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

এদিকে, বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী জানান, প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। এই প্রক্রিয়া আরও দুই দিন চলবে এবং ১১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টা পর্যন্ত প্রার্থীরা তাঁদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

তিনি জানান, নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পর সমস্ত প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করা হবে। বৈধ কোনও প্রার্থী ১১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টার আগে তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধির রুল ২৮ অনুযায়ী এরপর রিটার্নিং অফিসার 'লিস্ট অব কনটেস্টিং ক্যান্ডিডেটস' অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা ফর্ম-৭-এ প্রকাশ করবেন। সেই তালিকা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাঙানোর পাশাপাশি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছেও পাঠানো হবে।

ড. চক্রবর্তী আরও জানান, আগের বছরগুলির মতো এবারও ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। তাই ফর্ম-৭-এর ভিত্তিতে প্রস্তুত করা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী ব্যালট পেপার ছাপানো হবে।

উল্লেখ্য, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর রাজ্যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগে বিপুল সংখ্যক আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় তিপ্রা মথার নির্বাচনী লড়াইয়ে প্রাথমিকভাবে বড় সুবিধা তৈরি করেছে। তবে ১১ সেপ্টেম্বর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরই চূড়ান্তভাবে কত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে, তা স্পষ্ট হবে।

কালীবাজারে আগুন, ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের দাবি

বামুটিয়া, ১০ সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ৮টা নাগাদ কালীবাজার মিষ্টির দোকানের নারায়ণ রুদ্র পালের কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে কারখানার পাশের মানিক দাসের বাড়িতেও। আগুনে কারখানা ও বসতঘরের বিভিন্ন সামগ্রী এবং মালামাল পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

আগুন লাগার খবর পেয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অভিযোগ, আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসার পর মোহনপুর ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকাবাসী।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বামুটিয়ায় কোনো স্থায়ী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন না থাকায় অগ্নিকাণ্ডের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে মোহনপুর থেকে দমকলের গাড়ির ওপর নির্ভর করতে হয়। দূরত্বের কারণে অনেক সময় দমকল পৌঁছানোর আগেই আগুন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ফলে স্থানীয় মানুষকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আগুন নেভানোর কাজে নামতে হয়।

এদিনের ঘটনায় ফের জোরালো হয়েছে বামুটিয়া ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকায় স্থায়ী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের দাবি। এলাকাবাসীর বক্তব্য, বামুটিয়া ও আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় দ্রুত অগ্নিনির্বাপণ পরিষেবা নিশ্চিত করতে ব্লক অফিস সংলগ্ন স্থানে একটি দমকল কেন্দ্র স্থাপন করা জরুরি। এতে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে এবং প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমানো যাবে।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এই অগ্নিকাণ্ডে লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে আগুনের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে এবং প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি বামুটিয়ায় স্থায়ী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের দাবিও আরও জোরালো হয়েছে।

স্কুলের প্রবেশমুখেই জঞ্জালের স্তূপ তীব্র দুর্গন্ধে নাজেহাল পড়ুয়া-অভিভাবক

কুমারঘাট, ১০ সেপ্টেম্বর: স্কুলের প্রবেশমুখেই জমে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। তার সঙ্গে তীব্র দুর্গন্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এমনই অভিযোগ উঠেছে কুমারঘাটের ফটিকরায়—কুমারঘাট প্রধান সড়কের পাশে অবস্থিত নিবেদিতা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সামনে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের প্রবেশমুখের কাছে পচা আবর্জনা জমে রয়েছে। সময়মতো সেই আবর্জনা পরিষ্কার না করায় প্রতিদিনই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এলাকাজুড়ে। এর ফলে স্কুলে আসা-যাওয়ার সময় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের। একইভাবে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী পথচারীদেরও দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিদ্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথের সামনে দীর্ঘদিন ধরে এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়ে থাকায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। তাঁদের বক্তব্য, পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার কথা মাথায় রেখে স্কুল সংলগ্ন এলাকা নিয়মিত পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, আবর্জনার স্তূপ থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোর পাশাপাশি পরিবেশ দূষণের আশঙ্কাও তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষার সময় জমে থাকা আবর্জনা থেকে মশা-মাছির উপদ্রব বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত স্কুলের প্রবেশমুখ থেকে সমস্ত আবর্জনা সরিয়ে এলাকাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে সেখানে ফের আবর্জনা জমতে না পারে, সেজন্য পৌরপরিষদের পক্ষ থেকে নিয়মিত নজরদারি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি উঠেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে দীর্ঘদিন ধরে চলা এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে, এখন সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন পড়ুয়া, অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

চাকমাঘাটে বজ্রপাতে গুরুতর আহত ১৫ বছরের কিশোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

তেলিয়ামুড়া, ১০ সেপ্টেম্বর: তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট এলাকার তুই মধু গ্রামে বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়েছে ১৫ বছরের এক কিশোর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরের পর এলাকায় এক পশলা বৃষ্টির সঙ্গে শুরু হয় বজ্রপাত। সেই সময় তুই মধু গ্রামের বাসিন্দা জেগে দেববর্মা (১৫) বাড়ির পুকুরে থালা-বাসন ধুতে যায়। পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য অনুযায়ী, পুকুরে থালা-বাসন ধোয়ার সময় আচমকাই বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতের অভিঘাতে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে জেগ।

ঘটনার সময় তার মা-বাবা কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্থানীয়রা বিষয়টি জানতে পেরে তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত কিশোরকে উদ্ধার করেন। এরপর তাকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বর্তমানে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছে জেগ দেববর্মা। তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

ড্রাগস সহ কুখ্যাত নেশা কারবারি গ্রেফতার, নেশাসামগ্রী উদ্ধার বিশালগড় পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ সেপ্টেম্বর: নেশাবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল বিশালগড় থানার পুলিশ। হেরোইন ও নেশার ট্যাবলেটসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম অসিত রায়। সে বিশালগড়ের অফিসটিলা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে নেশাসামগ্রী বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল অসিত রায়ের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তার গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল পুলিশ। অবশেষে বৃহস্পতিবার হরিশনগর চা বাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।অভিযানের সময় তার কাছ থেকে হেরোইন ও বেশ কিছু নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। পরবর্তীতে উদ্ধার হওয়া নেশাসামগ্রীসহ তাকে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসা হয়।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি বিশালগড় থানায় ৭৭/২৬ নম্বরে নথিভুক্ত হয়েছে। নেশা কারবারের সঙ্গে তার আরও কোনো যোগসূত্র রয়েছে কিনা, কিংবা এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।গ্রেফতার হওয়া অসিত রায়কে শুক্রবার আদালতে পেশ করা হবে। নেশাসামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় পুলিশের এই অভিযানকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

তিন দফা দাবিতে ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াই এফআই-এর ডেপুটেশন

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: তিন দফা দাবি নিয়ে খোয়াই জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিল ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফআই-এর খোয়াই বিভাগীয় কমিটি। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা নাগাদ খোয়াই জেলা শাসকের কার্যালয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অভিযোগ, রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান ও নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে বিধানসভায় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রস্তাব শাসকদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে ভোটে পরাজিত করে বাতিল করা হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফআই-এর নেতৃত্ব। পাশাপাশি, ডিজিপি-র মৃত্যুর ঘটনায় সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে দিয়ে এই মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করা হোক। এর মাধ্যমে ঘটনার প্রকৃত কারণ সামনে আসবে বলে দাবি তাদের।

এদিন তিন দফা দাবিকে সামনে রেখে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি তুলে দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর খোয়াই বিভাগীয় সম্পাদক গৌতম পালসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং ডিজিপি-র মৃত্যুর ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি, দাবিগুলি বাস্তবায়নে প্রশাসনের দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপেরও দাবি তোলা হয়েছে।

কালীমন্দিরে চুরি, বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত, পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: আমতলী থানার অন্তর্গত আদর্শ পল্লী এলাকায় একটি বাড়ির কালীমন্দিরে চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চুরির সময় বাধা দিতে গেলে পরিবারের সদস্যকে আক্রমণ করে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক চোরের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে আমতলী থানার পুলিশ এলাকাবাসীর সহযোগিতা ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

ঘটনার বিষয়ে আমতলী থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানান, আদর্শ কলোনির বাসিন্দা জীবন দত্ত থানায় অভিযোগ করেন যে, ঘটনার আগের দিন রাতে চোরের দল তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করে। বাড়ির কালীমন্দিরে থাকা মূল্যবান গয়না ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় বিষয়টি পরিবারের নজরে আসে।

চোরকে দেখতে পেয়ে জীবন দত্তের বাবা পরিমল দত্ত তাকে ধাওয়া করেন। অভিযোগ, সেই সময় চোর পরিমল দত্তের উপর হামলা করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ঘটনায় পরিমল দত্ত আহত হন এবং বর্তমানে তিনি এজিএমসি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি একজন সরকারি কর্মচারী বলেও জানা গেছে।

ঘটনার পর আমতলী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এলাকাবাসীর সহযোগিতা এবং সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চুরির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের দাবি, ধৃত ব্যক্তি ওই বাড়িতে প্রবেশ করে চুরি করার ঘটনায় জড়িত।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তি একজন অভ্যাসগত সম্পত্তি অপরাধী হিসেবে পুলিশের নজরে রয়েছে। তার বিরুদ্ধে উদয়পুরসহ বিভিন্ন থানায় চুরির একাধিক মামলা রয়েছে বলেও পুলিশ জানতে পেরেছে।

ধৃতকে আজ আদালতে পেশ করা হবে। চুরি হওয়া গয়না ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার এবং এই ঘটনার সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে তা জানতে অভিযুক্তকে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করা হয়েছে বলে জানান ওসি রানা চ্যাটার্জী।

পুলিশের আশা, অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করার পাশাপাশি আমতলী ও সংলগ্ন এলাকায় সাম্প্রতিক চুরির ঘটনাগুলির সঙ্গে তার যোগসূত্র এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে সে সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পিআরটিসি বাধ্যতামূলক সহ তিন দফা দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন বামপন্থী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ সেপ্টেম্বর: ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করা, শূন্যপদ অবলুপ্ত না করে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করা এবং ডিআইজির আত্মহত্যার কারণ খতিয়ে দেখতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে যুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও সুইসাইড নোট জনসমক্ষে প্রকাশের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিল ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফ) ও ত্রিপুরা উপজাতি যুব ফেডারেশন (টিওয়াইএফ)।

বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ জেলা বামপন্থী যুব সংগঠনগুলির উদ্যোগে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক মোহাম্মদ হাবিজ উদ্দিনের হাতে তিন দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেয়। অতিরিক্ত জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপিটি পৌঁছে দেওয়া হয়।

ডেপুটেশনে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, সরকারি চাকরির ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করতে হবে। একই সঙ্গে বিভিন্ন দপ্তরের শূন্যপদ অবলুপ্ত না করে দ্রুত সমস্ত শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

এছাড়াও ডিআইজির আত্মহত্যার ঘটনার কারণ সঠিকভাবে খতিয়ে দেখতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে যুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানানো হয়। তদন্তের স্বচ্ছতার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সুইসাইড নোট জনসমক্ষে প্রকাশ করারও দাবি জানিয়েছে সংগঠনগুলি।

এদিনের প্রতিনিধি দলে ডিওয়াইএফ ও টিওয়াইএফের নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ণচন্দ্র ত্রিপুরা, নয়নমণি মুড়াসিং, মধুসূদন দত্ত, গৌতম সেন, খোকন শীল, অনুব্রত চৌধুরী ও প্রসেনজিৎ দাস। ডেপুটেশন কর্মসূচিকে ঘিরে দক্ষিণ জেলা বামপন্থী যুব সংগঠনগুলির নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

এনডিএ নিয়ে আইপিএফটিতে অসন্তোষ, জোট ছাড়ার দাবি

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: এনডিএ জোটের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আইপিএফটির অন্দরেই ফের অসন্তোষ প্রকাশ্যে এল। বিজেপির সঙ্গে জোট ছাড়ার আবেদন জানিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন আইপিএফটি মান্দাই ডিভিশনের সভাপতি। পাশাপাশি হেজামারায় আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদকের উপর হামলার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী এবং তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মার নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মান্দাই ডিভিশনের সভাপতি বলেন, এনডিএ জোটে থাকা সত্ত্বেও আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদকের উপর কেন হামলার ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তিপ্রা মথার সুপ্রিমো কেন কোনও অবস্থান নিচ্ছেন না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

তার বক্তব্য, এনডিএ জোটে আইপিএফটির একাংশ নেতা-কর্মী সন্তুষ্ট নন। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে বলে জানান তিনি। জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন এবং তাদের অধিকার আদায় করতে হলে প্রয়োজনে আন্দোলনের পথে নামতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তার আবেদন, বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি সুনির্দিষ্ট ও কংক্রিট সিদ্ধান্ত নিয়ে দলকে আন্দোলনে নামতে হবে।

পাশাপাশি আইপিএফটির অন্যান্য নেতা-কর্মীদেরও এই বিষয়গুলি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলার আহ্বান জানান তিনি।

এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে দলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন আইপিএফটি মান্দাই ডিভিশনের সভাপতি। তার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এনডিএ জোটের সঙ্গে আইপিএফটির সম্পর্ক এবং দলের অভ্যন্তরীণ

রাতের আঁধারে চানাচুরের দোকানে চুরি সর্বস্বান্ত অসহায় ব্যবসায়ী

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আগরতলার জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বসা মেলায় এক অসহায় চানাচুর ব্যবসায়ীর অস্থায়ী দোকানে রাতের আঁধারে চুরির অভিযোগ উঠেছে। দোকান বন্ধ রেখে ব্যবসায়ী চলে যাওয়ার সুযোগে দুষ্কৃতীরা দোকানে ঢুকে বাসনপত্রসহ ব্যবসার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। জানা যায়, অল্প পুঁজি নিয়ে জীবিকা নির্বাহের আশায় জন্মাষ্টমীর মেলায় চানাচুরের দোকান নিয়ে বসেছিলেন ওই ব্যবসায়ী। মেলা উপলক্ষে ভালো ব্যবসার আশায় নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন সামগ্রী ও বাসনপত্র সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। কিন্তু রাতের অন্ধকারে দোকানে চুরির ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ব্যবসার মূলধনের একটি বড় অংশ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কার্যত সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন ওই ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়ীর অভিযোগ, রাতে দোকানে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে চোরের দল দোকানে প্রবেশ করে। দোকানে থাকা বাসনপত্র, ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীসহ বেশ কিছু জিনিস নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। সকালে দোকানে এসে চুরির বিষয়টি নজরে আসে তাঁর। এরপর স্থানীয়দের বিষয়টি জানান তিনি।

ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী আগরতলা পশ্চিম থানায় বিষয়টি জানান। তবে তাঁর অভিযোগ, পুলিশকে খবর দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারে কিংবা অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এতে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন তিনি। এই ঘটনার পর মেলায় অস্থায়ীভাবে ব্যবসা করতে আসা ছোট ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, মেলা চলাকালীন রাতে অস্থায়ী দোকানগুলির নিরাপত্তার জন্য আরও নজরদারি এবং পুলিশি টহলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল।

ক্ষতিগ্রস্ত চানাচুর ব্যবসায়ী দ্রুত চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার, ঘটনার তদন্ত এবং অভিযুক্তদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে মেলায় ছোট ও অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

১০ কেজির বেশি গাঁজা ও ইয়াবা উদ্ধার

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল যাত্রাপুর থানার পুলিশ। লালটিলা গ্রামের বাসিন্দা দুলাল হোসেনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১০ কেজি ৩০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি বাড়ির পাশে থাকা একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৭৬

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি চাকরিতে পিআরটিসি বাধ্যতামূলকসহ একাধিক দাবিতে ধর্মনগরে কংগ্রেসের গণঅবস্থান

ধর্মনগর, ১০ আগস্ট: সরকারি চাকরিতে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করা, টেট-১ ও টেট-২ উত্তীর্ণদের অবিলম্বে নিয়োগসহ একাধিক দাবিতে ধর্মনগরে ৬ ঘণ্টার গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে ধর্মনগর কংগ্রেস ভবন প্রাঙ্গণে এই গণঅবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি যুব কংগ্রেসের সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, রাজ্যের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করতে হবে। পাশাপাশি টেট-১ ও টেট-২ উত্তীর্ণ হয়ে দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগের অপেক্ষায় থাকা যুবক-যুবতীদের অবিলম্বে চাকরিতে নিয়োগের দাবি জানানো হয়। এছাড়াও, রাজ্যের নিয়োগনীতির

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বার্ষিক পূজার দিনেই মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি, চাঞ্চল্য

বিশালগড়, ১০ সেপ্টেম্বর: বার্ষিক পূজার দিনেই মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিশালগড়ের রাউৎখলা এলাকায়। ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী শিবকালী মন্দিরে চুরির ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ভক্তরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতি বছর ভাদ্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে ওই মন্দিরে জাঁকজমকপূর্ণ কালীপূজার আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে মন্দিরে প্রণাম করতে আসা ভক্তদের নজরে আসে চুরির বিষয়টি। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে মন্দিরে ঢুকে চোরেরা প্রণামী বাক্স ভেঙে নগদ অর্থ-সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ত্রিপুরার: বিদ্যুৎ মন্ত্রী

আগরতলা: ২০৩০ সালের মধ্যে ত্রিপুরায় ৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার আগরতলার হোটেল পোলো টাওয়ারে 'ত্রিপুরা ক্লিন এনার্জি রোডম্যাপ', 'গ্রিন স্কিলিং প্রোগ্রাম' এবং ' ট্রিট ইনিশিয়েটিভ'-এর কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা জানান বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন, গোটা বিশ্ব বর্তমানে শক্তি ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, বিশেষ করে সৌরশক্তি, এখন আর শুধুমাত্র বিকল্প বিদ্যুৎ উৎস নয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

"বিদ্যুৎ ছাড়া রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিল্পের জন্য বিদ্যুৎ দরকার, হাসপাতালের জন্য বিদ্যুৎ দরকার, শিক্ষাক্ষেত্রেও বিদ্যুৎ প্রয়োজনসবকিছুর জন্যই বিদ্যুৎ অপরিহার্য।" রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরে এমনটাই বললেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, রাজ্যে বর্তমানে আর কোনও লোডশেডিং নেই, মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাটকে লোডশেডিংয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

বৃহস্পতিবার আগরতলার একটি পাঁচতারা হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল 'ত্রিপুরা ক্লিন এনার্জি রোডম্যাপ ২০৩৫', গ্রিন স্কিলিং প্রোগ্রাম 'উন্নয়ন' এবং 'ট্রান্সফর্মিং রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাক্সিলারেশন ইন ত্রিপুরা ' কর্মসূচি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সহযোগিতায় রাজ্যের নবায়নযোগ্য ও পরিচ্ছন্ন শক্তির প্রসারে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রতনলাল নাথ আরও বলেন, পরিচ্ছন্ন শক্তির পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করাও অত্যন্ত জরুরি। এই কর্মসূচির আওতায় এক হাজারেরও বেশি মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রশিক্ষণের আওতায় থাকবেন আইটিআই উত্তীর্ণ, দ্বাদশ শ্রেণি পাস যুবক-যুবতী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রযুক্তিবিদরা।

সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, শুধু সৌর প্যানেল বসালেই হবে না। প্যানেলগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষেবা দেবে কারা, সেই প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজতে হবে। তাই নবায়নযোগ্য শক্তির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিগতভাবে প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন বাড়বে।

গত আট বছরে ত্রিপুরায় দ্রুত উন্নয়নের ফলে দক্ষ কর্মীর চাহিদাও বেড়েছে বলে উল্লেখ করেন রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে, নইলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। রাজ্যের বর্তমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা বর্তমানে প্রতিবেশী বাংলাদেশে বিদ্যুৎ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 11-09-2026, 01:27